ষষ্ঠ অধ্যায়

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা কী? : What is gender-based violence? ১৬৯
লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে ১৭১
Gender-based violence harms health in many ways
লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রত্যেকের ক্ষতি করে ১৭৩
Gender-based violence hurts everyone
লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে আলোচনা করতে রোল প্লে ১৭৫
Role plays to discuss gender-based violence
কর্মতৎপরতা/রোল প্লে : লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা সকলের ক্ষতি করে ১৭৭
Activity / Role play : Gender-based violence affects everyone
কর্মতৎপরতা/বাঁধাকপি এগিয়ে দিন : Activity : Pass the cabbage ১৭৮
লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা কী কারণে ঘটে? ১৮০
What causes gender-based violence?
কর্মতৎপরতা / জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার কারণ খুঁজে বের করুন ১৮২
কর্মতৎপরতা / পরিবর্তনের কথা ভাবতে 'সুখময় সমাপ্তি' রোল প্লে ১৮৪
ক্ষমতা ও সহিংসতা : Power and violence ১৮৪
কর্মতৎপরতা / অধিক ক্ষমতাশালী বনাম কম ক্ষমতাশালী ১৮৫
কর্মতৎপরতা / ক্ষমতার মিশ্রণ ১৮৭
পুরুষেরা সহিংসতা বন্ধে সহায়তা করতে পারেন ১৮৭
Men can help stop violence
কর্মতৎপরতা / নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় রোল প্লে করা ১৯২
সহিংসতার ব্যাপারে আর্ট এবং মিডিয়া নীরবতা ভেঙ্গেছে ১৯৪
Art and media break silence about violence
শিল্পকলার মাধ্যমে সহিংসতার আসল কাহিনী নিয়ে মতবিনিময় ১৯৮
Sharing true stories about violence through art
নির্যাতিতা নারীদের সহায়তায় কম্যুনিটি কার্যক্রম ২০০
Community actions to support survivors
ঘরোয়া সহিংসতা থেকে বাঁচতে মার খাওয়া মহিলাদের পাশে দাঁড়ান ২০০
Support survivors to escape domestic violence
যৌন সহিংসতার কবলে পড়া নারীদেরকে স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তা ২০১
Health workers support survivors of sexual violence
সঙ্গী সাপোর্ট গ্রুপ : Peer Support Groups ২০৩
সহিংসতা নিবারণে সংগঠিত হোন : Organize to prevent violence ২০৪
সহিংসতা ঠেকাতে বিচারিক পদ্ধতি কার্যকরকরণ ২০৭
Make judicial systems work to stop violence
আইনী সুরক্ষা সম্পর্কে জানুন : Learn about legal protections ২০৮
কর্মতৎপরতা / স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে
জানতে গ্রুপ অনুসন্ধান ২০৮
স্থানীয় আদালত ও পুলিশের সঙ্গে কাজ করুন ২১০
Work with local courts and police
নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সংগঠিত হোন ২১৩
Organize to bring justice for survivors

ষষ্ঠ অধ্যায়

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বন্ধ করা

Ending gender-based violence

সহিংসতার শিকার বা সহিংসতার ভয় কারো জীবনের অংশ হওয়া উচিত নয়। দুঃখজনকভাবে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিসংসতা সচরাচর ঘটছে এবং সেটাকে প্রায়শ 'স্বাভাবিক' বলে বিবেচনা করা হয়। অধিকাংশ নারী ধর্ষণ অথবা যৌন হয়রানির ভয় করেন; যদিও তারা হয়ত কখনো কাউকে ব্যক্তিগতভাবে অপদস্ত বা হুমকি দেননি। এই ভীতি নারী হওয়ার একটি অংশ। বহু পুরুষ বিশ্বাস করেন যে, সহিংসতা ব্যবহার করে অথবা সহিংসতার ভয় দেখানো পৌরুষত্বের ক্ষমতা দেখানোর একটা উপায়।

শারীরিক সহিংসতা তথা মারধর, অথবা যৌন সহিংসতা যেমন ধর্ষণকেই লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বলে মনে করা হয়। যদিও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার মধ্যে পড়ে মহিলা ও মেয়েদের ওপর সব ধরনের জোর জুলুম।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা কী? : What is gender-based violence?

লিঙ্গ ভূমিকা বলবৎ করার উদ্দেশ্যে নারী ও মেয়েদের উপর করা যে কোন সহিংসতা এবং সহিংসতার হুমকি এবং নারীদের নিচু মর্যাদাই লিঙ্গ-ভিত্তিক

সহিংসতা। লেসবিয়ান, সমকামী, বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার (LGBT) লোকদের ক্ষতি করাও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার মধ্যে পড়ে। কারণ তাদের জীবন পৌরুষ ও নারীত্বের কঠোর ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা যে কেবল শারীরিক এবং যৌন তাই নয়, এটি আবেগীয় এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারও বটে। লোকেরা যখন নারী ও LGBT গোত্রের মানুষকে মৌখিকভাবে গালিগালাজ করেন, তাদের স্বাধীনতা সীমিত করে দেন, শিক্ষা ও ন্যায্য মজুরি পাওয়া থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেন কিংবা তারা কি করতে পারবে কিংবা পারবে না, সেটা নিয়ন্ত্রণের জন্য লিঙ্গ ভিত্তিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, সেটাও এক ধরনের সহিংসতা।

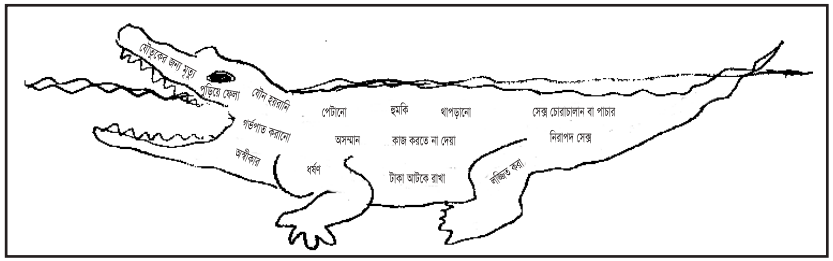

প্রায়শই এমনটা মনে হতে পারে যে, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা কোন একক ব্যক্তির কাজ যেমন লোকটি তার স্ত্রীকে পেটাচ্ছে কিংবা অফিসের বস তার মহিলা কর্মীর উপর যৌন নির্যাতন করছে ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণত এই ব্যক্তি এসব করার সাহস এমনকি উৎসাহও পায় তার চারদিকের লোকজন এ ধরনের সহিংসতাকে সমর্থন দিয়ে থাকেন বলে।

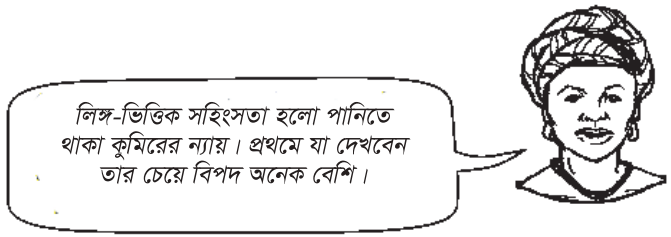

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে কেবল নারী ও LGBT লোকজনের প্রতি পুরুষদের সহিংসতা ঠেকানোই একমাত্র পদক্ষেপ নয়। এর জন্য আইন, ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত মানসিকতা এবং সামাজিক রীতিনীতিও বদলানো আবশ্যক। কারণ এসবের জন্যই লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা উসকে উঠে এমনকি পুরস্কৃতও হয়।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে
Gender-based violence harms health in many ways

প্রতি তিনজন মহিলার মধ্য থেকে কমপক্ষে একজনকে তার পরিচিত কোন পুরুষই পেটায়, যৌনসঙ্গমে বাধ্য করে কিংবা শারীরিকভাবে হয়রানি করে। শারীরিক সহিংসতার কারণে মহিলা শিকার হন প্রচণ্ড ব্যথা (Severe pain), স্থায়ী পঙ্গুত্ব (Permanent disabilities), হাড় ভেঙ্গে যাওয়া (Broken bones), পুড়ে যাওয়া (Burns), চোখের নীচে কালো দাগ পড়া (Black eyes), কেটে যাওয়া এবং থেতলানোর মত আঘাত।

গর্ভাবস্থায় পেটানোর কারণে অনেক মহিলার অকালে গর্ভপাত (Miscarriage) ঘটে। শারীরিক অত্যাচারের পর ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের মাথাব্যথা, হাঁপানি, পেটের ব্যথা, পেশীর ব্যথা বছরের পর বছর বিদ্যমান থাকতে পারে।

যৌন অপব্যবহারের কারণে যে সকল স্বাস্থ্য সমস্যা ঘটে তার মধ্যে রয়েছে অবাঞ্ছিত গর্ভ (Unintended pregnancies), যৌনবাহিত সংক্রমণ (Sexually transmitted infections), যৌন হয়রানির ভয় (Fear of having sex), সঙ্গমকালে ব্যথা (Pain during sex) এবং আকাঙ্ক্ষার অভাব (Lack of desire)। বাল্যকালে যৌন অপব্যবহার পরবর্তী জীবনে সেক্স সম্পর্কে গোলমেলে ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। সুস্থ যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা নিয়েও ভীতি সৃষ্টি হতে পারে।

কতিপয় সহিংসতার কারণে বাহ্যত কোন আঘাতের চিহ্ন না থাকলেও তা স্বাস্থ্যকে নানামুখী ক্ষতির মধ্যে ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিয়ে সম্পর্কিত আইন ও বিধিবিধান যদি কোন মহিলাকে এমন একটি পরিস্থিতির শিকার করে যেখানে তার তেমন কোন অধিকার নেই, তাহলে সেগুলোও এক ধরনের সহিংসতা। নিচু মর্যাদার কারণে বিয়ের পর মেয়েদেরকে খাদ্য গ্রহণ ও চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতে পারে। কখন কীভাবে যৌনসঙ্গমে মিলিত হতে হবে কিংবা তিনি গর্ভবতী হবেন কিংবা হবেন না, সেটা যদি পুরুষেরা নির্ধারণ করেন তাহলে তার স্বাস্থ্য তো বিপর্যস্ত হবেই। তার নিম্ন মর্যাদা পরোক্ষভাবে হলেও তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে যদি

নিজের ও সন্তানের ভরণপোষণের জন্য কোন মহিলাকে অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো কিংবা তাকে খাবার দিতে অস্বীকার করা এক ধরনের অর্থনৈতিক সহিংসতা।

তাকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, ঘরের বাইরে কাজ করতে না দেয়া হয় কিংবা সামান্য মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এ সকল পরিস্থিতি প্রায়শই মহিলাদেরকে সহিংস অবস্থায় থাকতে বাধ্য করে যেগুলো তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পারিবারিক সমস্যার জন্য মহিলাকে দোষারোপ করা এক ধরনের আবেগীয় সহিংসতা যা মহিলাকে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

একজন পুরুষ কর্তৃক কোন নারীকে অপমান করা (Insult), বেইজ্জত করা (Humiliating), লজ্জিত করা, তাকে বাড়ির বাইরে যেতে, পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে কিংবা বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বাধা দেয়া আবেগীয় সহিংসতা (Emotional violence)। এমন অবস্থার শিকার হলে একজন মহিলা অনুভব করেন যে, তার নিজের পক্ষে কোন কাজ করা কিংবা নোংরা পরিবেশ থেকে বাইরে বের হওয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না তার পক্ষে এবং দীর্ঘমেয়াদী আবেগীয় সমস্যায় ভুগতে হতে পারে তাকে।

অপব্যবহার নারীদেরকে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কবলে পতিত করতে পারে। যেমন সার্বক্ষণিক ভীতি, অবসাদ, উদ্যমের অভাব, নিচু আত্মসম্মানবোধ, লজ্জা, নিজেকে দোষারোপ করণ, খাওয়া এবং ঘুমের সমস্যা ইত্যাদি। সহিংসতা এবং তজ্জনিত অনুভূতি সামাল দিতে মহিলারা বিভিন্ন ক্ষতিকর পথ বেছে নেন। যেমন অন্য লোককে এড়িয়ে চলা, ড্রাগ কিংবা অ্যালকোহল ব্যবহার, একাধিক যৌনসঙ্গী নেয়া, নিজেকে আঘাতপ্রাপ্ত করা কিংবা আত্মহত্যা করা ইত্যাদি।

মেক্সিকোতে মানবাধিকার গ্রুপগুলো নিরুদ্দেশ হওয়া কিংবা নৃশংসভাবে খুন হওয়া মহিলাদের জুতো প্রদর্শন করেন। এ সহিংসতা বন্ধে কর্তৃপক্ষ কিছুই করেন নি।

একজন মহিলাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাই ফেমিসাইড (Femicide)। বর্তমান সঙ্গী কিংবা প্রাক্তন সঙ্গী কর্তৃক ফেমিসাইড ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে ঐসব সঙ্গীদের সঙ্গে যে সম্পর্ক থাকে তাতে সার্বক্ষণিক অপব্যবহারের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। আরেক ধরনের ফেমিসাইড হচ্ছে সম্মান রক্ষার জন্য হত্যা। এক্ষেত্রে তার পুরুষ আত্মীয়রা তাকে হত্যা করে। কারণ তিনি অননুমোদিত যৌন অথবা সামাজিক আচরণের জন্য অভিযুক্ত হন

কিংবা তিনি ধর্ষিতা হলেও তাকে হত্যা করা হয়। ভারতে যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে না পারার কারণে অনেক নববধূ তাদের শ্বশুর-শাশুড়ি কর্তৃক খুন হন। এছাড়াও অসংখ্য মহিলা আক্রান্ত, ধর্ষিতা এবং খুন হন। অপরাধী পুরুষদের কখনো শনাক্ত করা হয় না। যেসব স্থানে মাদক পাচার কিংবা সশস্ত্র সংঘর্ষে বহু পুরুষ জড়িত, এসব ঘটনা সেখানেই বেশি ঘটে।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রত্যেকের ক্ষতি করে
Gender-based violence hurts everyone

সহিংসতা যে শুধু আক্রান্ত ব্যক্তিরই ক্ষতি করে, তাই নয়। এটা প্রত্যেককেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা পরিবার, বিদ্যালয়, জনগণের চলাচলের স্থান এমনকি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতেও সম্মানজনক, সুস্থ সম্পর্ককে নিরুৎসাহিত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকজন বিশ্বাস করবেন যে, পুরুষেরা মহিলাদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মহিলারা মারধোরের শিকার হওয়া, লজ্জিত হওয়া এবং সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য, ততদিন এ অবিচারের কারণে কোন না কোনভাবে প্রত্যেকেই কষ্ট ভোগ করতেই থাকবেন।

সহিংসতা ছেলেমেয়ে, পরিবার এবং কম্যুনিটিকে স্বাস্থ্যবান ও পরিপূর্ণভাবে তৎপর মহিলা থেকে বঞ্চিত করে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং অবদান রাখতে পারেন। যে সকল নারীদেরকে ভীত করা হয় কিংবা নীরব করে দেয়া হয়, তারা স্বাস্থ্যোন্নয়নে এবং কম্যুনিটিতে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে কোন অবদান রাখতে সক্ষম হন না।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এই ক্ষতিকর ধারণাকে প্রাধান্যে আনে যে, পৌরুষ মানে উগ্র আচরণ করা। এটি পুরুষকে উগ্রভাবে আচরণে উৎসাহ যোগায়, যা অধিকতর ক্ষতি ও মৃত্যু ডেকে আনে।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বাচ্চাদের ক্ষতি করে
Gender-based violence harms children

যেসব বাচ্চা অপব্যবহৃত হয় কিংবা সর্বদাই অপব্যবহার প্রত্যক্ষ করে, তারা চরম অসহায়ত্ব অনুভব করে। এ ছাড়া ক্রোধ, দুঃখ, লজ্জা কিংবা অপরাধবোধ তাদেরকে তাড়া করে। এসব অনুভূতি তাদেরকে অন্যের প্রতি আগ্রাসী ও অপব্যবহারকারী হতে প্ররোচণা দেয় অর্থাৎ যে-সহিংসতা তারা দেখে এসেছে, সেটারই অনুকরণ করে তারা। দুঃস্বপ্ন কিংবা অন্যান্য ভয়, বিছানায় প্রস্রাব করা এবং আবেগীয় সমস্যা (Emotional problem) তাদের বেলায় সাধারণ ঘটনা এবং এগুলো দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যায়

রূপ নিতে পারে। বাচ্চাদের মধ্যে কেউ কেউ একেবারে নীরব এবং শান্ত হয়ে যায়। কারণ তারা মনে করে যে, কিছু বললে কিংবা কিছু করলে তারা আবার অপব্যবহারের শিকার হবে কিংবা তাদের যা ঘটেছে তারা তা অন্যের কাছে বলতে ভয় পায়।

মেয়ে এবং ছেলেরা লিঙ্গ ভূমিকা শেখে তাদের চারপাশের বয়স্কদের কাছ থেকে। পুরুষেরা মহিলাদেরকে অপব্যবহার করে মহিলাদের ঘাড়েই দোষ চাপালে, ছেলেরাও ঐ কাজটাই করতে শেখে। মহিলারা নিজেদেরকে দোষারোপ করলে মেয়েরাও এমনটাই অনুভব করে। কিন্তু নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা কখনো নারীদের দোষ নয়।

অপব্যবহৃত পরিবারের বাচ্চাদের প্রবৃদ্ধি কম, তারা শেখেও দেরিতে। বিদ্যালয়ে তাদের মনোযোগ কম। পেটের ব্যথা, মাথাব্যথা, হাঁপানির মতো অসুখ-বিসুখ তাদের লেগেই থাকে। তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ঘটালে অনেক বেশি সংখ্যক ছেলেমেয়ে আহত এবং নিহত হয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত রোল প্লে (Role play), লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা যে সবার জন্য ক্ষতিকর গ্রুপকে সেটা অনুধাবন বরতে ও আলোচনা করতে শেখাবে। এ সহিংসতা আক্রান্ত (Victim), যারা প্রত্যক্ষ করে এবং অপব্যবহারকারী – সবার জন্যই ক্ষতিকর।

সেই বাচ্চা বয়স থেকেই দেখে আসছি আমার বাবা আমার মাকে পেটায়। কাজেই ভেবেছিলাম এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সহিংসতা সম্পর্কে যখন জেনেছি এবং যখন বুঝেছি এটা প্রত্যেকের কতটা ক্ষতি করে, তখন থেকে আমি আমার স্ত্রীকে পেটানো বন্ধ করে দিয়েছি। এ ব্যাপারে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কীভাবে কথা বলবো বুঝতে পারিনি এবং আমাকে বিশ্বাস করতে আমার স্ত্রীর অনেক সময় লেগে গেছে।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে আলোচনা করতে রোল প্লে
Role plays to discuss gender-based violence

রোল প্লেতে অংশগ্রহণকারীরা বাস্তব জীবনের পরিবেশেই অভিনয় করে থাকেন। এর সাহায্যে লোকদের পক্ষে এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সহজ হয় যেগুলো তারা গোপনীয় ও ব্যক্তিগত মনে করেন যথা একটি পরিবারে পুরুষ ও মহিলার ভূমিকা ও সম্পর্ক। এই অধ্যায়ের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বর্ণিত কার্যক্রমে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক রোল প্লে ব্যবহার করা হয়েছে। সহিংসতা কেন ঘটে এবং সহিংসতা কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ক্ষতিকর সেগুলো অনুধাবনে লোকজনকে সাহায্য করতেই ব্যবহৃত হয়েছে এ রোল প্লে। রোল প্লে বিষয়ক আলোচনা একটি গ্রুপকে পুরুষ ও মহিলাদের একে অপরের সঙ্গে অভিনয়, প্যাটার্ন, মানসিকতা এবং সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়া লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে একত্রে কাজ করার উপায় বের করা এবং সহিংসতা সহায়ক ধারণা ও প্রথা পরিবর্তনের পথ নিয়ে চিন্তা করতেও সাহায্য করতে পারে এ আলোচনা।

এসব কার্যক্রম আপনি আলাদাভাবে কিংবা ধারাবাহিকভাবে করতে পারেন। আপনি প্রথমেই গ্রুপের সঙ্গে লিঙ্গ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে চাইতে পারেন (অধ্যায়-৩ এ 'লিঙ্গ ও স্বাস্থ্য' দ্রষ্টব্য)।

মহিলা ও পুরুষদের একটি গ্রুপ নিয়ে এ কার্যক্রম করতে পারলে সবচাইতে ভালো হয়। পুরুষদেরকে মহিলাদের রোল দেয়া এবং মহিলারা নিজেদেরকে পুরুষ ভাবলে লোকেরা অসাম্য ও লিঙ্গকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে পারবেন।

রোল প্লের প্রস্তুতি : Preparing to role play

পরিবেশ আগেই প্রস্তুত করে রাখুন। এমন পটভূমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করুন যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু অতিরিক্ত সহিংস কিংবা বিপর্যয়কর নয়। রোল প্লে আরো বাস্তবসম্মত হবে যদি আপনি কিছু ঠেকনা (Props) ও কাপড় জোগাড় করতে পারেন। কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করছেন সেটা বোঝানোর জন্য এগুলো ব্যবহার করা যাবে। নিম্নে ব্যবহৃত পটভূমিতে শপিং ব্যাগ, নেকটাই, পুরুষের হ্যাট, সেলাই মেশিন, মিছরি ও অলংকারেরও প্রয়োজন হতে পারে।

কিছু নমুনা পটভূমি দেয়া হলো এখানে :

দৃশ্য-১

চরিত্রসমূহ :
অপব্যবহারকারী : স্বামী
আক্রান্ত ব্যক্তি : স্ত্রী
সাক্ষী : বাচ্চারা ও স্ত্রীর ছোট বোন

কম্যুনিটি মিটিং থেকে স্ত্রীর ফিরতে দেরি হয়েছে। সারাদিন কঠিন সময় পার করছেন স্বামী। রাতের খাবার প্রস্তুত না থাকায় তিনি ক্রুদ্ধ। বাচ্চাদের দেখাশোনা করছে স্ত্রীর ছোট বোন। সবাই স্ত্রীর বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় বসে আছেন। স্ত্রী বাড়ি ফেরার পর কী ঘটবে বলে আপনি মনে করেন?

দৃশ্য-২

চরিত্রসমূহ :
অপব্যবহারকারী : একটি কারখানার বস
সাক্ষী : কর্মীরা প্রথমে বেতন সংগ্রহ করার পর দ্রুত চলে যাচ্ছেন

একজন তরুণী একটি ক্ষুদ্র গার্মেন্টস কারখানায় এক সপ্তাহ ধরে কাজ করছেন। বেতন নিতে গেলে বস তাকে বলেন পরে আসতে। সবাই চলে যাওয়ার পর বস তাকে তার অফিসে একা আসতে বলেন। এরপর কী ঘটবে বলে আপনি মনে করেন?

দৃশ্য-৩

চরিত্রসমূহ :
অপব্যবহারকারী : একজন কিশোর
আক্রান্ত ব্যক্তি : একজন কিশোরী
সাক্ষী : অপর কয়েকজন কিশোর

মহিলারা সাধারণত যে ধরনের স্কার্ট বা প্রচলিত পোশাক পড়েন, সেগুলো না পড়ে একটি মেয়ে পুরুষের মতো প্যান্ট-শার্ট পড়েছে। স্কুল থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজন কিশোর বালকের সামনে পড়ে যায় সে। ছেলেগুলো তার প্রতি টিপ্পনি কাটছিল। একজন তার পিছু নিলো। এরপর কী ঘটবে বলে আপনি মনে করেন?

যেসব রোল প্লেতে সহিংসতা রয়েছে, কিছু কিছু অংশগ্রহণকারীর জন্য সেগুলো কঠিন বা বিব্রতকর হতে পারে। বিশেষ করে এ ধরনের সহিংসতার শিকার যদি তারা ব্যক্তিগতভাবে হয়ে থাকেন কিংবা যদি তা সমকামীদের প্রতি আক্রমণ কিংবা বিবাহোত্তর ধর্ষণের মতো ঘটনা হয়।

কর্মতৎপরতা/রোল প্লে : লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা সকলের ক্ষতি করে
Activity / Role play : Gender-based violence affects everyone

১. অংশগ্রহণকারীদেরকে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করুন। প্রতি গ্রুপে ৫ জন করে থাকলে ভাল হয়। প্রতি গ্রুপকে কোন দৃশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। দৃশ্যগুলো আগের পৃষ্ঠাগুলোতে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় সহিংসতামূলক হতে পারে। কোনো নাটকে সহিংসতা বর্ণনা অতি বাড়াবাড়ি না করার ব্যাপারে গ্রুপগুলোকে পরামর্শ দিতে পারেন আপনি। ৫ মিনিটের একটি নাটকের প্রস্তুতির জন্য এদেরকে ১৫/২০ মিনিট ব্যয় করতে বলতে পারেন। এতে পরিস্থিতি ও পরবর্তী সম্ভাব্য ঘটনা উপস্থাপিত হবে। সবাইকে এতে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করুন।

২. প্রতি গ্রুপকে পরিস্থিতি অনুযায়ী অভিনয় করতে বলুন।

৩. সব গ্রুপের উপস্থাপনা হয়ে গেলে তাদের ঠেকনা এবং পোশাকাদি সরিয়ে রাখতে বলুন। এরপর 'ভিকটিম', 'অপব্যবহারকারী' এবং 'সাক্ষী' হিসেবে তাদের ভূমিকার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে তিনটি নতুন গ্রুপ করতে বলুন। তারা তাদের ভূমিকা করার সময় কেমন অনুভব করেছেন, প্রতি গ্রুপের অংশগ্রহণকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন সেটা।

৪. তারা যে চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেছেন, সহিংসতা এগুলোর উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে বলে তারা মনে করেন, সেটা বলতে বলুন তাদেরকে। এটা কি ধরনের ক্ষতি করতে পারতো?

৫. একটি গ্রুপের রোল প্লে দেখে অন্য গ্রুপের কেমন লেগেছে, অংশগ্রহণকারীদেরকে সেটা জিজ্ঞাসা করুন। তারা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছেন?

৬. যে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা নারীদেরকে ক্ষতি করেছে বলে রোল প্লেগুলোতে প্রদর্শিত হয়েছে, পরিশেষে সেসব নিয়ে গ্রুপকে আলোচনা করতে বলুন। রোল প্লেগুলোতে প্রদর্শিত সহিংসতা একজন মহিলার ছেলেমেয়ে, তার পরিবার, সাক্ষী এবং কম্যুনিটিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। সে ব্যাপারে গ্রুপের ধারণা অল্প কথায় বর্ণনা করুন। এরপর আপনি লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার কারণ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন *(ষষ্ঠ অধ্যায়ের কর্মসূচী ব্যবহার করুন কিংবা সংশ্লিষ্ট অংশের কার্যক্রম ব্যবহার করে সহিংসতা প্রতিরোধে চরিত্রগুলোর ভূমিকা কিভাবে বদলাতে পারে, সে ব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন)*।

রোল প্লে মূল্যায়ন করুন : Evaluate the role play

কর্মতৎপরতা / বাঁধাকপি এগিয়ে দিন : Activity : Pass the cabbage

বিশেষ করে কঠিন কোনো বিষয়ে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা এবং কার্যক্রম শেষ করার পর এসব বিষয়ে কে কতটা শিখলেন, বিষয়টি নিয়ে তারা কী অনুভব করেন এবং পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে এবং পদক্ষেপ নিয়ে তারা কীভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, সে ব্যাপারে সবাইকে কথা বলতে বলা একটি ভালো জিনিস। উপরন্তু সকল অংশগ্রহণকারীকে মূল্যায়নের সুযোগ দেয়া এবং মতামত

প্রদান করতে দেয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। এই চিন্তাভাবনা এবং মূল্যায়নে প্রত্যেককে সম্পৃক্ত করার জন্য এই কার্যক্রম একটি মজার পদ্ধতি।

প্রস্তুতি : কয়েক শীট নোটবুক কাগজ, ঢাকনা টেপ ও কলম রাখুন। গ্রুপের আকার বুঝে একটি কিংবা কয়েক সেট মূল্যায়ন প্রশ্ন তৈরি করুন। ৪ প্রশ্নবিশিষ্ট মূল্যায়ন সেট নোটবুক কাগজের আলাদা শিটে লিখুন। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ :

১. আমরা যে কাজ করেছি তার একটির নাম লিখুন।
২. যা শিখেছেন তার একটির নাম বলুন।
৩. যা কিছু পছন্দ করতেন এবং যা কিছু পছন্দ করতেন না, সে বিষয়ে কিছু বলুন।
৪. যা শিখেছেন, তা দিয়ে কী করবেন?

১. কার্যক্রম বা কর্মশালার শেষে আপনি যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেটা অনুধাবনে কোন প্রশ্নগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা মনে করেন, সেটা গ্রুপকে জিজ্ঞাসা করুন। প্রতিটি প্রশ্ন নোটবুক পেপারের একটি স্বতন্ত্র টুকরোয় লিখুন।

২. শেষ মূল্যায়ন প্রশ্নের শীট দিয়ে (৪নং) একটি 'বাঁধাকপি' বানান। অর্থাৎ শিটটিকে দুমড়ে একটি শক্ত বলে রূপান্তরিত করুন। এটির বাইরেও কয়েক পরত শীট দুমড়ে নিন। কোন পরতে গ্রুপ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশ্ন, কোনটায় মূল্যায়ন প্রশ্ন, কোনটায় নাচুন কিংবা গান শোনান জাতীয় কৌশলী প্রশ্নের শীট বসাতে থাকুন, যতক্ষণ না একটি প্রমাণ সাইজের বাঁধাকপি তৈরি হয়ে যায়। মূল্যায়ন প্রশ্নের শীটগুলো যাতে বিপরীতক্রমে বসানো হয়, সে বিষয়টা নিশ্চিত করুন যাতে করে পাতাকপির পরত খোলার সময় এগুলো ১, ২, ৩, ৪ ক্রমে পড়া যায়।

৩. বাদ্য বাজান কিংবা হাততালি দিন এবং লোকজনকে বাঁধাকপিটি হাতবদল করতে বলুন। মিউজিক থামলে যার হাতে কপিটি রয়েছে তিনি একটি পাতা খুলবেন এবং এতে লেখা প্রশ্নের উত্তর দেবেন। সবগুলো পাতা বা পরত না খোলা পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলবে।

লক্ষ্য করুন : লোকেরা যা বলছেন তা এমন একটি বড় কাগজে লিখুন যা সবাই দেখতে পান কিংবা তাদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। সবাই যা বলছেন, সে বিষয়গুলো ভাবলে কর্মশালার বেলায় কোন্ বিষয়টি সবচেয়ে কার্যকর তা আপনি জানতে পারবেন এবং আগামীতে কিভাবে আরো ভালো কর্মশালা করা যায়, সে ব্যাপারেও ধারণা করতে পারবেন।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা কী কারণে ঘটে?
What causes gender-based violence?

নারীদের প্রতি সহিংসতা যদি আমরা ঠেকাতে চাই, তাহলে পৌরুষ এবং নারীত্বের ব্যাপারে গড়ে উঠা কু-ধারণাগুলো কীভাবে নারী, ছোট ছেলেমেয়ে এবং অন্যান্য নিচু মর্যাদার ব্যক্তিরা পুরুষদের সহিংসতাকে সমর্থন জানিয়ে আসছে, তা আমাদের বুঝতে হবে। পুরুষ ও মহিলাদের মর্যাদার তারতম্য লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার প্রাথমিক কারণ। একটি বিশ্বাসও এই অসাম্যের অন্তর্ভুক্ত। তা এই যে, নারীরা অর্থনৈতিকভাবে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল থাকবে এবং মনে করা হয় মহিলা ও শিশুরা পুরুষদের সম্পদ এবং তারা পুরুষদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে।

মহিলারা কাহিনি, কান্না আর ক্রোধ অন্যদের কাছে বলেন
Women share stories, tears, and anger

ভারতের পুনেতে একটি স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্মেলনে মহিলারা মায়াকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। মায়া এই তৃতীয়বারের মতো কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। প্রহারের কারণে ফুলে যাওয়া পিঠ অন্য মহিলাদেরকে দেখানোর সময় মায়া বেজায় কাঁদছিলেন। ওর পিঠে ব্যথা কমানোর মলম মেখে দেয়ার সময় খাদিজা বললেন, 'কেঁদো না। আমার দুটো ছেলে। এরপরও আমার স্বামী আমাকে পেটায়।'

এক মুহূর্ত নীরবতার পর রাধা বলেন, 'আমি কোন কথার জবাব দিলেই আমাকে পেটানো হয়। পুরুষেরা এটা পছন্দ করেন না।' বিস্মিত কণ্ঠে দীপা বললেন, 'তাহলে মিনুর স্বামী কেন মিনুকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে? মিনু তো কখনো কোন কথার জবাব দেয় না।' এর কোন উত্তর ছিল না কারো কাছে। [ছবি যাবে]

স্বাস্থ্যকর্মী পুনম বললেন, 'পুরুষেরা নারীদেরকে পেটায় এটা প্রদর্শন করতে যে, আমাদের উপর তাদের ক্ষমতা আছে, আমাদের কোন অপরাধের জন্য নয়।'

জয়ার স্বামী বলেছেন যে, 'তিনি জয়াকে পেটান। কারণ ওর গায়ের রঙ বেজায় কালো। কিন্তু মনে করে দেখুন, রূপার গায়ের রঙ কতই না ফর্সা ছিল। তাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কারণ তার স্বামী ছিলেন একজন হিংসুটে, অহংকারী ব্যক্তি।'

এরপর মিটিংয়ের পুরো আবহটাই বদলে যায়। বয়স্ক মহিলা আমিনা বললেন, 'এ সকল ঘটনা আমাকে খুবই ক্রুদ্ধ করেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি নারী নির্যাতনের পেছনে গভীর কোন কারণ আছে।'

সহিংসতার কারণ ও পরিস্থিতি সৃষ্টিকারীর মধ্যে পার্থক্য
The difference between causes and 'triggers' of violence

একজন মানুষ সহিংস আচরণ কেন করছেন তার ব্যাখ্যা হিসেবে অনেকে বলেন যে, তিনি মদ্যপ, ঈর্ষান্বিত কিংবা বিপর্যস্ত ছিলেন। এ সকল অজুহাতকে কারণের অংশবিশেষ বলা চলে কিন্তু কখনোই পুরো কাহিনি নয়। এরা কখনো অপব্যবহারকে সমর্থন করেন না। এসব কারণকে কেউ কেউ 'ট্রিগার' বা পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী বলে থাকেন। কারণ এগুলো কোন কোন মানুষকে বিশেষ কোন অবস্থায় উপনীত করে। তবে এগুলো সহিংসতা ঘটাতে সবাইকে একই অবস্থায় নিয়ে আসে না। সহিংস হওয়ার জন্য ছেলেসন্তানের জন্ম হয়নি। যদি তাদের সঙ্গে সহিংস ব্যবহার করা হয় কিংবা যদি তাদেরকে শেখানো হয় যে, পৌরুষদীপ্ত ক্ষমতা দেখানোর জন্য সহিংসতাই যথার্থ পন্থা, তাহলে তারা সহিংস হতে শেখে।

সহিংসতা চক্র : The cycle of violence

সম্পর্ক যখন সহিংস হয়, তখন প্রথম আক্রমণকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হতে পারে। কিন্তু সহিংসতা অব্যাহত থাকে যদি, তাহলে এটি সাধারণত এই প্যাটার্ন অনুসরণ করে :

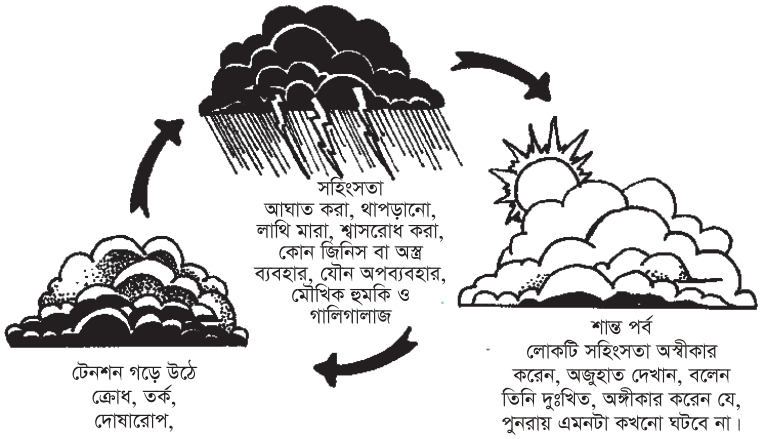

সহিংস সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহিলারা চক্রের প্রতিটি অংশ প্রত্যাশা করতে শেখেন, এমনকি এজন্য পরিকল্পনাও করেন। অনেক দম্পতির বেলায়ই মহিলা ঘুরে দাঁড়ানো কিংবা প্রতিরোধ করার ইচ্ছেশক্তি হারান এবং শান্ত পর্ব ক্রমশই ছোট হয়ে আসে। তার উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ এতটাই পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে যে, পরিস্থিতি কখনো ভাল হবে, তাকে আর এ ধরনের অঙ্গীকার করতে হয় না।

মহিলারা (স্বামীর ঘরে) থাকেন কেন? : Why do women stay?

মহিলারা সহিংসতা চক্রে আটকা পড়ে যেতে পারেন। চক্র ভেঙ্গে বেড়িয়ে আসা পালানোর একটি উপায় কিন্তু নির্যাতিতা অনেক মহিলার পক্ষেই চলে যাওয়াটা সম্ভব মনে হয় না। নির্যাতিতা মহিলাদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো ঘটতে পারে :

- যাওয়ার মতো কোন নিরাপদ জায়গা থাকে না।
- এ সম্পর্কের বাইরে গিয়ে মহিলার নিজের এবং সন্তানের খাওয়া-পড়ার কোন ব্যবস্থা থাকে না।
- তিনি এতটাই ভীত থাকেন যে, কোন সুযোগ সুবিধা আদৌ থাকলেও তিনি তা কাজে লাগাতে পারেন না।
- অত্যাচারী তাকে এমনভাবে মগজ ধোলাই করেন যে, তিনি অনুভব করেন তারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য নন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার অন্যতম কারণ হলো নারীদের জন্য সুযোগের অভাব। উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির বিকল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনার কম্যুনিটি মহিলাদেরকে অপব্যবহারকারী সম্পর্ক এবং সহিংসতা চক্রে আটকে পড়া থেকে বাঁচাতে পারে।

আমাদের মস্তিষ্ক কখনো কখনো ভীতি এবং দুঃখে এতটাই পরিপূর্ণ থাকে যে, 'কেন'-এর উত্তর খুঁজতে এবং বোঝার চেষ্টা করতে আমাদের একটু গুঁতো খাওয়ার দরকার আছে।

শারন ইসকোমার ফ্লেমিং
চোক তাও ন্যাশন
যুক্তরাষ্ট্র

কর্মতৎপরতা / জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার কারণ খুঁজে বের করুন

১. ১৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কার্যক্রম করার পর অভিনেতাদের বলুন তারা যেন তাদের ঠেকনা ও পোশাকাদি সরিয়ে রেখে পুনরায় গ্রুপে যোগদান করেন। আলোচনার মাধ্যমে একজন অংশগ্রহণকারীকে ভিলেন অথবা ভিকটিম হিসেবে চিহ্নিত করা ঠেকানোর আগেই অভিনেতাদেরকে তাদের নিজ নিজ ভূমিকা থেকে সরে যাওয়ার কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু একজন লোককে তার করা ভূমিকার সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলাটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

২. প্রতিটি নাটক নিয়ে আলোচনা করুন। এমন কি ঘটেছিল যার জন্য লোকটিকে সহিংস হতে হলো এ প্রশ্ন করে পুরো গ্রুপের কাছ থেকে জেনে নিন সেটা। লোকেরা যখন সহিংসতার বিবিধ কারণ উল্লেখ করবেন, আপনি সেগুলো একটি পোস্টার কিংবা বোর্ডে লিখুন।

৩. সহিংসতার কারণগুলো বিশ্লেষণ করুন। কোন্ কারণগুলোকে তারা 'ট্রিগার' (পরিবেশ সৃষ্টিকারী) এবং কোন্টাকে 'মূল কারণ' হিসেবে অভিহিত করছেন, গ্রুপকেই তা স্থির করার ব্যাপারে সহায়তা করুন। একটি 'কিন্তু কেন?' অনুশীলন গ্রুপকে 'পরিবেশ সৃষ্টিকারী' কিংবা 'মূল কারণ'-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণে গ্রুপকে সাহায্য করবে। জেন্ডার প্রত্যাশা কিভাবে সহিংসতা উসকে দেয়ায় সহায়তা করে মূল কারণ দেখলে তা বোঝা সহজ হবে।

প্রশ্ন : লোকটি রাগান্বিত হয়েছিলেন কেন?

উত্তর : কারণ তার স্ত্রী একটি মিটিংয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি তার জন্য রাতের খাবার তৈরি করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : কিন্তু তাতে তিনি এতটা রাগান্বিত হলেন কেন?

উত্তর : কারণ তিনি প্রত্যাশা করেন যে, তার স্ত্রী ঘরেই থাকুন এবং প্রতি রাতেই তার জন্য ডিনার তৈরি করুন।

প্রশ্ন : কিন্তু তিনি কেন তা প্রত্যাশা করেন?

উত্তর : কারণ তিনি মনে করেন তাকে মান্য করা স্ত্রীর কর্তব্য, মিটিংয়ে যাওয়া নয়।

প্রশ্ন : কিন্তু কেন তিনি তা মনে করেন?

উত্তর : কারণ পুরুষ ও মহিলাদেরকে এটাই বিশ্বাস করতে শেখানো হয় যে, মান্য করা মহিলাদের কাজ।

৪. রোল প্লেতে বিবৃত সহিংসতা এবং পুরুষ ও মহিলাদের কেমন কাজ ও চিন্তা করা উচিত – এ দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করুন। উদাহরণস্বরূপ, রোল প্লেতে অভিনয়কারী পুরুষেরা কেন বিশ্বাস করেন যে, নারীদের সঙ্গে (এবং সম্ভবত অন্যদের সঙ্গেও) সহিংস আচরণ করা সঠিক? এত লোক কেন নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সহ্য করেন? জেন্ডার সম্পর্কিত কোন বিশ্বাস পুরুষ ও মহিলাকে ভাবতে শেখায় যে, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সঠিক?

৫. লোকদেরকে আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করে উপসংহার টানতে পারেন যে, পুরুষেরা সহিংসতা ব্যবহার না করলে প্রতিটি অবস্থায় কি ঘটতো? সহিংসতার পরিবর্তে পুরুষেরা কি করতেন? অথবা আপনি পরবর্তী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারেন যেটিতে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধের উপায় বের করতে গ্রুপকে চিন্তা করতে বলা হয়েছে।

কর্মতৎপরতা / পরিবর্তনের কথা ভাবতে 'সুখময় সমাপ্তি' রোল প্লে

১. যে সকল গ্রুপ প্রতিটি অবস্থায় রোল প্লে করেছেন, তাদেরকে পুনরায় আলাদাভাবে ১৫ মিনিটের জন্য মিলিত হতে বলুন। চরিত্রগুলো কিভাবে অভিনীত হলে নাটকের সহিংস সমাপ্তি ঘটতো না, সেটা আলোচনা করতে বলুন তাদেরকে। ভিকটিম, অপব্যবহারকারী এবং সাক্ষীরা কি আলাদা পদক্ষেপ নিতে পারতেন, প্রত্যেককেই তা ভাবতে চ্যালেঞ্জ জানান। তারা যেন সবকিছুর জন্য নারীদেরকে দায়ী না করেন, সে বিষয়ে সাবধানী হতে বলুন তাদেরকে।

২. প্রতিটি দৃশ্য পুনরায় অভিনয় করুন। এবার ঘটনাগুলো এমনভাবে বদলে দিন যাতে করে সহিংসতা ছাড়াই এর সমাপ্তি ঘটে। সহিংসতার একটি বাস্তবানুগ বিকল্প আসলেই একটি জোরালো বিষয় হবে, বিশেষত তাদের জন্য যারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

৩. 'সুখময় সমাপ্তি' রোল প্লেগুলোতে অংশগ্রহণকারী এবং দর্শকবৃন্দকে ভিন্ন কিছু করতে কিসে সাহায্য করেছে বলে আপনি মনে করেন? তারা কোথা থেকে আইডিয়া কিংবা জোর পেয়েছেন বলে আপনি মনে করেন?

৪. জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার কতিপয় মূল কারণ বদলানোর কিছু আইডিয়া আলোচনা করুন। পরিবার ও কম্যুনিটির অন্যান্যদেরকে এ সমস্যা এবং এটা যে ক্ষতি করে, তা দেখতে তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায়, গ্রুপকে তা ভাবতে বলুন। তাদের নিজেদের পরিস্থিতি নিয়েও চিন্তা করতে বলতে পারেন তাদেরকে। তাদের সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছু কি রয়েছে, যা তারা বদলাতে চান? আগামী দিনগুলোতে রদবদল ঘটাতে তারা বাচ্চাদেরকে কিভাবে সম্পৃক্ত করবেন?

এসব প্রশ্নের উত্তরের উপর ভিত্তি করে গ্রুপ কিছু বিশেষ অ্যাকশন নেয়ার পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত হতে পারেন (পরবর্তী পৃষ্ঠায় এ মেক অ্যান অ্যাকশন প্লান দ্রষ্টব্য)।

ক্ষমতা ও সহিংসতা : Power and violence

উচ্চতর মর্যাদা ও অধিক ক্ষমতাশালী লোকেরা প্রায়শই কম মর্যাদা ও কম ক্ষমতাশালী লোকদের প্রতি সহিংসতা প্রয়োগ করেন। পুরুষদের সঙ্গে জেন্ডার

ভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে আলোচনায় এটি হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা স্থান। যদি তাদের নিজেদের ক্ষমতাহীনতা ও সহিংসতার অভিজ্ঞতা যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে মহিলারা যে কতটা ক্ষতি এবং অবিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন, সেটা পুরুষদের পক্ষে অনুধাবন করা সহজতর হবে।

পরবর্তী দুইটি কর্মসূচীর প্রস্তুতির জন্য আপনি হয়তো জেন্ডার, পাওয়ার অ্যান্ড হেলথ সম্পর্কে পড়তে চাইতে পারেন।

কর্মতৎপরতা / অধিক ক্ষমতাশালী বনাম কম ক্ষমতাশালী

১.দুই কলাম বিশিষ্ট একটি বৃহৎ চার্ট তৈরি করুন। একটির নামকরণ হবে অধিক ক্ষমতা, অন্যটির কম ক্ষমতা।

২.কম্যুনিটিতে যে গ্রুপের লোকেরা সবচাইতে ক্ষমতাশালী, অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে বলুন। তাদের ধারণাগুলো চার্টের অধিক ক্ষমতা লেখা অংশে লিপিবদ্ধ করুন। দৈহিক শক্তি নয়, বরং মর্যাদা ও সামাজিক ক্ষমতার বিষয়গুলোই যাতে লোকেরা প্রাধান্যে আনেন, সেটা নিশ্চিত করুন।

৩. কাদের উপর এসব ক্ষমতাশালী গ্রুপের ক্ষমতা রয়েছে, সবাইকে তা জিজ্ঞাসা করুন। দুর্বল গ্রুপগুলোকে 'কম ক্ষমতা' লেবেল বিশিষ্ট কলামে রাখুন।

৪. কম ক্ষমতাশালী আরো কোন গ্রুপ আছে কিনা লোকদেরকে তা জিজ্ঞাসা করুন। এদেরকে 'কম ক্ষমতা' কলামে যুক্ত করুন। এরপর শেষ গ্রুপগুলোর তুলনায় কাদের ক্ষমতা অধিক, সেটা স্থির করুন এবং এগুলোকে 'অধিক ক্ষমতা' কলামে যুক্ত করুন।

অধিক ক্ষমতা	কম ক্ষমতা
পুরুষ	মহিলা
বয়স্ক	শিশু কিংবা যুবক
অধিক ধনী	দরিদ্র
ফর্সা ত্বক	কালোর রঙের ত্বক
বস	শ্রমিক
সংখ্যাগুরু	সংখ্যালঘু
শহুরে	গ্রামীণ
স্বদেশী	অভিবাসী
বিবাহিত	একা থাকেন, ডিভোর্সপ্রাপ্ত, বিধাব
শিক্ষিত	অশিক্ষিত
প্রতিবন্ধী নয়	পঙ্গু
এইচআইভি নেগেটিভ কিংবা অপরীক্ষিত অসমকামী	এইচআইভি পজিটিভ গে, লেসবিয়ান, ট্রান্স জেন্ডার

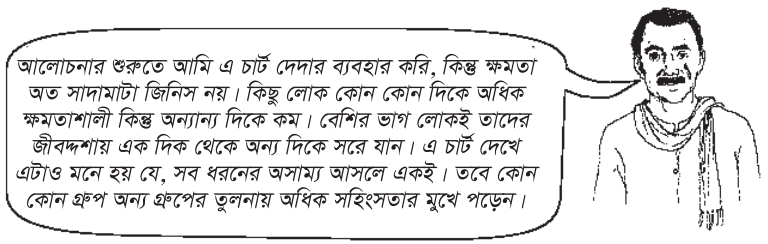

৫. চার্টে যা প্রদর্শিত হয়েছে, তা নিয়ে কথা বলুন। ক্ষমতাশালী গ্রুপের লোকদের যে সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, কম ক্ষমতাশালী গ্রুপের লোকদের যে তা নেই, সেদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। উচ্চতর অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত কিংবা সামাজিক মর্যাদার কারণে যে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়, আলোচনা করুস সেসব বিষয়। কম ক্ষমতাশালী গ্রুপের লোকদের প্রতি অধিক ক্ষমতাশালী গ্রুপের লোকেরা যে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা প্রদর্শন করেন, সে সকল বিষয়েও কথা বলুন।

৬. অংশগ্রহণকারীরা কিভাবে অধিক ক্ষমতাশালী কিংবা কম ক্ষমতাশালী গ্রুপে নিজেদেরকে স্থাপন করতে পারেন এবং এর ফলে তারা যে সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ করেন তা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে কথা বলতে দিন। বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ক্ষমতা আরো সুসম করতে চার্টের উভয় দিকের লোকেরা কি করতে পারেন, তা নিয়েও আলোচনা করুন। একে অপরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কার অবস্থান কোথায়, পরবর্তী কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রুপের লোকেরা তা দেখতে পাবেন।

কর্মতৎপরতা / ক্ষমতার মিশ্রণ

ক্ষমতা ও সুবিধা অনুসন্ধানের আরেকটি উপায় হচ্ছে বিভিন্ন পেশা শ্রেণীর মানুষকে তাদের কতটা ক্ষমতা আছে কি নেই, তার উপর ভিত্তি করে একটি কক্ষের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে বলা। মনে রাখবেন, এ ধাঁচের কার্যক্রম অংশগ্রহণকারীদেরকে অস্বস্তিতে ফেলতে কিংবা তাদের মধ্যে তীব্র অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ধাপ-৬ এর অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম করা যেতে পারে।

১. এখানে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো করতে 'অধিক ক্ষমতা' এবং 'অল্প ক্ষমতা' চার্ট ব্যবহার করুন কিংবা অনুরূপ একটি তালিকা বানিয়ে নিন।
২. সম্মেলন কক্ষের একপাশে সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিন।
৩. বলুন 'আপনার যদি অক্ষমতা না থাকে তাহলে এক কদম এগিয়ে যান' অথবা অন্য গ্রুপের অধিক ক্ষমতাশালী একজনের নাম করুন। এরপর পুনরায় বলুন 'এক কদম এগিয়ে যান' এবং অধিক ক্ষমতাশালী অন্য কোন গ্রুপের নাম করুন। কম ক্ষমতাশালী গ্রুপের ক্ষেত্রে এমন কিছু বলতে পারেন, 'এক কদম এগিয়ে যান যদি আপনার বয়স ২৫ বছরের নীচে হয়'। বেশ কয়েক কদম চলার পর লোকেরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন, তা দেখে অবাক হবেন।

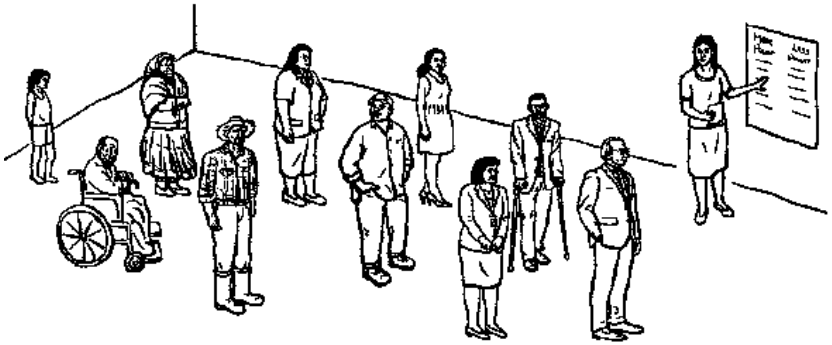

৪. পরিশেষে পূর্বের পৃষ্ঠার কার্যক্রমের ধাপ-৫ এর প্রশ্ন ব্যবহার করে আলোচনা শুরু করতে পারেন।

পুরুষেরা সহিংসতা বন্ধে সহায়তা করতে পারেন
Men can help stop violence

নারীরা একাকী তাদের প্রতি সংঘটিত সহিংসতা ঠেকাতে পারবেন না। নারীরা যতই সহিংস সম্পর্ক ছেড়ে চলে আসুন, পরস্পরকে সহায়তা করুন কিংবা আইন

বদলানোর চেষ্টা করুন। জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা কেবল তখনই বন্ধ হবে যখন পুরুষেরা এই সহিংসতার বিরোধিতা করবেন এবং পরস্পরকে বদলাতে সহায়তা করবেন। কিভাবে 'মানুষ' হতে হবে সে ব্যাপারে মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরাই ছেলেদেরকে অধিক উপদেশ দিয়ে থাকেন। মহিলা ও মেয়েদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে সেটা বাবারাই ছেলেদেরকে শেখান। ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী যেমন বিচারপতি, রাজনীতিবিদ, পুলিশ কর্মকর্তা, ডাক্তার – এদের অধিকাংশই পুরুষ। যখন তারা বন্ধু হন, পুরুষদের প্রত্যাশিত আচরণের পদ্ধতি তখনই বদলানো সম্ভব। নারীদের সুরক্ষাদায়ী এবং সমর্থনকারী আইন ও নীতি প্রণয়নও তখনই সম্ভব হবে।

প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ পুরুষই জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা সমর্থনকারী মানসিকতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে একমত নন। তা সত্ত্বেও অনেকেই এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে কিংবা থামাতে বলতে গেলে কিছুই করেন না। কিছু পুরুষ আছেন যারা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহিংসতা ব্যবহার করেন না এবং কেউ কেউ সহিংসতা প্রতিরোধে কাজও করেন। তবে তাদেরকে তেমন কেউ সমর্থন যোগান না। নারীদের সুরক্ষায় কাজ করার জন্য অনেক পুরুষই সম্ভবত এগিয়ে আসবেন। তবে কিভাবে তারা এটা করবেন, তা তারা জানেন না। পুরুষরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সহিংসতা থেকে বেঁচে যান কিন্তু মহিলাদের মতো, খুব সামান্য সংখ্যকই তাদের অভিজ্ঞতার কষ্ট থেকে নিরাময় লাভ করতে যৎসামান্যই সমর্থন পেয়ে থাকেন।

ওকল্যান্ড মেনস্ প্রজেক্ট থেকে পাওয়া শিক্ষা
Lessons from the Oakland Men's Project

পল কিভেল যখন ওকল্যান্ড মেনস্ প্রজেক্টের কাহিনী বলেন, তিনি সর্বদাই একথাও বলেন যে, ধর্ষণ ও ঘরোয়া সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন নারীদের পক্ষ থেকেই। নারী গ্রুপের কাছ থেকে পাওয়া কলাকৌশল তিনি নিজেদের উপযোগী করেছেন যেভাবে : প্রথমে আমরা তৈরি করি একটি 'পিকচার ও লেকচার

শো' এবং এজন্য আমরা সেক্স ম্যাগাজিন, রেকর্ডের কভার, ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন এবং কমিকস বই থেকে অনেক ছবি সংগ্রহ করি। বেশির ভাগ ছবিতেই দেখেছি নারীরা মার খাচ্ছেন, অপমানিত কিংবা ধর্ষিতা হচ্ছেন। আমরা চেয়েছিলাম ছবিগুলোর সহিংসতার পরিমাণ দেখে পুরুষেরা আঘাতপ্রাপ্ত এবং ক্রুদ্ধ হোক। পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ আঘাত পেয়েছিলেন, আবার কেউ পাননি। আমাদের এ শো অবশ্য পুরুষদেরকে এই সহিংসতা প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থা নিতে প্ররোচিত করেনি। পুরুষদের সহিংসতা পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে কিংবা এটি ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে কতটা প্রভাবিত করে, এই শো পুরুষদেরকে সেটা বোঝাতেও কোন অবদান রাখতে পারেনি।

কথা বলার সময় দেখেছি পুরুষেরা আমাদের প্রতি রাগান্বিত। কেউ কেউ ভেবেছেন আমরা অযথাই তাদেরকে দোষারোপ করছি। পুরুষদেরকে আমরা বলেছি যে তারা ক্ষমতাশালী ও সুবিধাভোগী এবং এ ধরনের সহিংসতা তাদেরই দায়দায়িত্ব। যে সকল পুরুষের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম তারা আমাদেরকে বললেন যে, তারা রাগান্বিত, আঘাতপ্রাপ্ত, বিপন্ন এবং ক্ষমতাহীন বোধ করছেন।

এরপর আমরা কয়েকটি কর্মশালার আয়োজন করি ১৩-১৪ বছর বয়সী বালকদের নিয়ে। তাদেরকে আমরা এটা দেখতে সহায়তা করতে চেয়েছিলাম যে, পৃথিবীতে পুরুষেরা ক্ষমতাশালী এবং নারীরা ক্ষমতাশালী নয়। ছেলেরা বলেছিল যে, তারা ক্ষমতাশালী হওয়ার চেষ্টা করছে তবে হয়নি। অবশেষে আমাদেরকে এটাই স্বীকার করে নিতে হয় যে, আমাদের সমাজে কমবয়সী ছেলেরাও ক্ষমতাশালী নয়। তারা পরিবার, কম্যুনিটি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংঘটিত সহিংসতার শিকার হচ্ছে হামেশা। আমরা দেখতে সক্ষম হই যে, বালক ও বালিকা – উভয়েই সহিংসতার কবলে পড়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বয়স্ক পুরুষদের হাতে। বালকদেরকে প্রায়শই শেখানো হয় সহিংসতা অন্যের প্রতি ছড়িয়ে দিতে। এটাও প্রত্যাশিত যে, মেয়েরা সারা জীবন ধরেই পুরুষদের সহিংসতার শিকার হতে থাকবেন।

আমাদেরকে যেভাবে পৌরুষদৃপ্ত হতে শেখানো হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় আমরা যে কষ্ট ভোগ করেছি এবং এরপরও আমাদের দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার দায়দায়িত্ব নেয়ার পথ যখন আমরা খুঁজে পাই, তখনি বুঝতে পারি যে, পুরুষেরা বদলে যেতে পারেন। এর অর্থ, ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব এবং পুরুষ হিসেবে আমরা কিভাবে পৌরুষ বিষয়ক প্রত্যাশা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি – এ দুইয়ের সম্পর্ক বুঝতে পারা।

সহিংসতা না করেই একজন পুরুষ কিভাবে ক্ষমতাশালী হতে পারেন?
How can a man be strong without violence?

পুরুষেরা কেমন ধরনের মানুষ, বয়ফ্রেন্ড, স্বামী এবং পিতা হতে চান, সে বিষয়ে আলোচনা করতে তাদেরকে সহায়তা করবে একটি সাপোর্ট গ্রুপ। এই গ্রুপ প্রায়শই আলোচনায় বসে থাকে। সহিংসতা কিভাবে বর্জন করা কিংবা এড়িয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়েও পরামর্শ দেবে এই গ্রুপ।

মেক্সিকোর ওক্সাকাতে রয়েছে পুরুষদের একটি গ্রুপ, যার নাম ডিভারসিডেডস্। আলোচনার জন্য গ্রুপটি নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলো ব্যবহার করে থাকে :

- সহিংসতা কিভাবে আপনার জীবনকে বদলে দিয়েছে? বালক ছিলেন যখন, তখন সহিংসতার অভিজ্ঞতা আপনার হলো কি করে? কিশোর থাকা অবস্থায়?
- আপনার পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনে আপনি কিভাবে সহিংসতা ব্যবহার করেন? কি ধরনের সহিংসতা সেগুলো? আপনি কেন সহিংস হলেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করুন। এর আর কোন বিকল্প আছে কি?
- সহিংসতা আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলে? সহিংসতা না থাকলে পরিস্থিতি কিভাবে উন্নত করা যেতো?
- সহিংসতা প্রয়োগ করা কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ ও বালকেরা কিভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে? সহিংসতা এড়াতে আপনি অন্য পুরুষ বা বালকদেরকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারেন?

জেন্ডার সহিংসতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে বালকদেরকে সহায়তা করা
Helping boys question gender violence

কিশোর বালকেরা মানুষ হওয়া সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে ধারণা তৈরি করছে। কাজেই মেয়ে ও মহিলাদের সঙ্গে তাদের একটি সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ সময় এখনি। একটি প্রজেক্টের গল্প এখানে দেয়া হলো। সারা বছর ধরে, কখনো কখনো আরো বেশি সময় ধরেও এ প্রজেক্টে কাজ করতো বালকেরা। উদ্দেশ্য ছিল বালকদেরকে চারপাশের দুনিয়া বিশ্লেষণে সক্ষম করে তোলা, যাতে তারা জেন্ডার ভূমিকা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে।

সমালোচনামূলক চিন্তা বালকদেরকে জেন্ডার অবিচার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে শেখায়
Critical thinking helps boys question gender injutice

১৯৯৫ থেকে ২০১০ – এই সময়কালের মধ্যে দি কনসায়েন্টাইজিং মেল অ্যাডোলেসেন্টস (CMA) প্রোগ্রাম নাইজেরিয়ার ২০০০ জনেরও অধিক সংখ্যক বালককে প্রশিক্ষণ দেয়। জেন্ডার অসাম্যের মূল কারণ এবং তজ্জনিত ক্ষতি বিবেচনায় বালকদের সহায়তা দানই ছিল এর মূল লক্ষ্য।

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হয়। কারণ নাইজেরিয়ান সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি কমন বিষয়।

CMA-এর প্রশ্ন এবং উত্তর পদ্ধতি বালকদেরকে তাদের নিজস্ব যোগাযোগ এবং যৌক্তিক চিন্তা দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। ধর্ষণ সম্পর্কে গ্রুপ আলোচনার একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হলো।

আলোচনার প্রধান ব্যক্তি প্রথমেই বালকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন রোমান্টিক মুহূর্তে তাদের গার্লফ্রেন্ডরা কি বলেন। বালকেরা আগ্রহের সঙ্গে তাদের হাত তোলে।

প্রশ্ন : রোমান্টিক মুহূর্তে তোমার গার্লফ্রেন্ডরা তোমাদেরকে কি বলে?

প্রশ্ন : সেক্স করার ইচ্ছে না থাকলে কিংবা ছেলেদের সঙ্গে সময় কাটাতে না চাইলে মেয়েরা কি বলে?

প্রশ্ন : তাহলে ছেলেরা কেন এটা মনে করে যে, যখন মেয়েরা 'না' বলে তার অর্থ 'হ্যাঁ'?

প্রশ্ন : কিন্তু আমার প্রতিবেশী যখন আমার বাড়িতে আসে কথা বলতে, তার অর্থ কি এই যে, সেও সবকিছুর জন্য প্রস্তুত?

প্রশ্ন : ঐ কাজগুলো কি?

প্রশ্ন : আমি যখন আমার লিভিং রুমে আন্ডারওয়ার পরে শার্টের বোতাম খুলে বসে থাকি, তার মানে কি এই যে আমি সেক্সের জন্য তৈরি?

উত্তর : 'ডার্লিং, আমি তোমাকে চিরদিন ভালবাসবো। দয়া করে আমাকে ধরো এবং আমাকে ছেড়ো না।'

উত্তর : 'আমাকে ছেড়ে দাও প্লিজ। আমার মুড নেই। ভালবাসার সঙ্গে সেক্সের কোনই সম্পর্ক নেই।'

উত্তর : মেয়েদেরকে কখনো 'হ্যাঁ' বলতে দেখা যায় না। কাজেই তারা সর্বদাই 'না' বলে। এ কথা সত্য নয়। মেয়েরা 'হ্যাঁ' বলতে পারে, আমি সেটা জানি। একটা মেয়ে যখন আমার বাড়িতে আসে, তার অর্থ কি এই নয় যে, সে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত?'

উত্তর : 'না। কথার চেয়ে কাজ জোরে কথা বলে।'

প্রশ্ন : ঐ কাজগুলো কি?

উত্তর : মিনি স্কার্ট পরে আসবে .., আমায় ঘেষে বসবে ..।

উত্তর : না।

শীঘ্রই বালকেরা মেনে নেয়, যে মেয়েরা যখন না বলে তখন তারা 'না' মিন করে।

পরবর্তী কার্যক্রম করা যেতে পারে যে কোন গ্রুপের সঙ্গেই। তবে সক্রিয়ভাবে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ঠেকাতে এবং বাস্তব জীবনে তা প্রতিরোধ করার উপায় খুঁজতে এ কার্যক্রম পুরুষদেরকে সহায়তা করবে।

এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা কল্পনা করেন যে, একজন পুরুষ একজন নারীর প্রতি সহিংসতা চালাচ্ছেন এবং তিনি তা প্রত্যক্ষ করছেন অথবা তিনি যৌন নির্যাতনের দৃশ্য দেখছেন। এরপর এ সকল ঘটনার পূর্বে, ঘটনার সময় কিংবা ঘটনার পর তিনি কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেন কিংবা কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, তা তাদেরকে ভাবতে বলা হয়। এক্ষেত্রে কল্পনায় তিনি ঐ অত্যাচারী লোকটির মুখোমুখি হবেন কিংবা অন্য কোন উপায়ে নির্যাতিতা নারীকে সাহায্য করবেন।

কর্মতৎপরতা / নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় রোল প্লে করা

১. প্রস্তুতি পর্বে জনগণ প্রত্যক্ষ করে থাকতে পারেন, এমন কিছু ঘটনার তালিকা করুন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখিত 'প্রিপেয়ারিং টু রোল প্লে'-এর ন্যায় ঘটনাও আপনি ব্যবহার করতে পারেন কিংবা নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোও এতে যোগ করতে পারেন :

- পার্টির বাইরে একটি মেয়েকে আপনি মদপান করতে দেখলেন। একটি ছেলে তাকে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে, কিন্তু মেয়েটি কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।
- একটি অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একটি মেয়ে। একদল বালক তাকে ডাকছে, শিস দিচ্ছে এবং চিৎকার করে বাজে মন্তব্য করছে। এরপর তারা মেয়েটির পিছু নিলো।
- একজন বন্ধুর কাছ থেকে ধর্ষণ সম্পর্কে একটি জোক শুনলেন।

২. লোকজনকে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করুন এবং প্রতি জোড়াকে একটি করে ঘটনা নিয়ে ভাবতে বলুন। কি ঘটতে পারতো তা জিজ্ঞাসা করুন তাদেরকে। অন্ততপক্ষে ৪টি উপায়ে তারা প্রতিক্রিয়া দেখাবেন এমন একটি তালিকাও তাদেরকে তৈরি করতে বলুন। তাদেরকে পরামর্শ দিন যে, তারা যেন সহিংসতা বন্ধের জন্য পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে কথা বলার উপায় বের করেন কিংবা পদক্ষেপ নেয়ার উপায় বের করেন। ঘটনার পূর্বে, ঘটনার সময় এবং ঘটনার পর তারা কি করতে পারতেন, সেটাও কল্পনা করতে বলুন তাদেরকে। তারা পরিস্থিতি বদলাতে পারতেন কি উপায়ে?

৩. প্রতি জোড়াকে তাদের পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করতে বলুন। তাদের কাজের তালিকা নিয়েও কথা বলতে পারেন তারা। কোন্ কাজটি তাদের

জন্য সবচেয়ে বাস্তবসম্মত হতো এবং কেন হতো, তা ব্যাখ্যা করতে বলুন তাদেরকে। কোন্ কাজটি করা তাদের জন্য সবচাইতে কঠিন হতো এবং তা কেন হতো, তা নিয়ে মতবিনিময় করে লোকজনকে স্বস্তিবোধ করতে সাহায্য করুন।

৪. পুরো গ্রুপকে বিভিন্ন আইডিয়া নিয়ে মতবিনিময় করার সুযোগ দিন। সহিংসতা ঠেকাতে কোন কাজটি সবচেয়ে সফল হতো সেটাও নির্ধারণ করতে বলুন তাদেরকে।

উপায়সমূহের ধারণা সম্পর্কে গ্রুপের সঙ্গে চিন্তা করে আপনি কার্যক্রম শেষ করতে পারেন যাতে করে বন্ধুবর্গ, প্রতিবেশী এবং নীরব ও নিষ্ক্রিয় দর্শকদের জন্য তাদের দেখা অপব্যবহারের ঘটনা প্রতিরোধ করা তাদের জন্য সহজতর হয়।

বিশেষ করে যখন পুরুষ ও মহিলা গ্রুপের সঙ্গে একত্রে কাজ করছেন, তখন কেবলমাত্র পুরুষদেরকে দোষ দেয়ার চেষ্টা করবেন না। পুরুষদেরকে ভালবাসার এবং গ্রহণ করার উপায় আমাদেরকে অবশ্যই খুঁজতে হবে। একই সঙ্গে পুরুষদের দ্বারা সংঘটিত সহিংসতা প্রত্যাখ্যান করবো। নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করা হলে প্রত্যেকেই কিভাবে উপকৃত হন, পুরুষদেরকে তা দেখতে সাহায্য করুন।

দি হোয়াইট রিবন ক্যাম্পেইন : The White Ribbon Campaign

সহিংসতা ও বলপূর্বক শাসন মুক্ত থাকা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। এই লক্ষ্য অর্জনে মানবাধিকার ক্যাম্পেইন, নারী অধিকার ক্যাম্পেইন, প্রতি মানুষের অধিকার ক্যাম্পেইন ইত্যাদি পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু এসব ক্যাম্পেইন বেশ নতুন। মাত্র বিগত ৪০ বছরে গোটা বিশ্বের নারীরা সংগঠিত হয়ে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং নারী স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতি সবার মনোযোগ আকর্ষণে ব্রতী হয়েছেন। এর ফলে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার অবিচার প্রদর্শনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক ক্যাম্পেইন পরিচালিত হচ্ছে। যে সকল আইন, রীতিনীতি এবং বিশ্বাসের কারণে এগুলো ঘটছে, সেগুলো বদলানোর জন্য সমর্থন আদায় করাও এসব ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য।

নারীদের নেতৃত্বেও সংগঠিত হচ্ছেন পুরুষদের মধ্যে অনেকেই এবং নিজেদের কম্যুনিটির অন্য পুরুষদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছেন সহিংসতার এ প্যাটার্ন ভাঙ্গার লক্ষ্যে। এসব লোক দেখতে পেয়েছেন যে, সহিংসতা মুক্ত ভাবে বসবাস করা যে সকলেরই অধিকার, তা নিয়ে ভাবতে আলোচনা শুরু করাটা গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিকার পুরুষের জন্য একরকম এবং মহিলাদের জন্য ভিন্নরকম কেন হবে, জনগণের উচিত তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা।

মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বন্দুকধারীর গুলিতে ১৪ জন মহিলা ছাত্র নিহত হন। এর পরেই ১৯৯১ সালে একদল পুরুষ দি হোয়াইট রিবন ক্যাম্পেইন চালু করেন কানাডায়। এরপর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বের ৬০টি দেশে এ ক্যাম্পেইন বিস্তার লাভ করেছে। নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অবসানের লক্ষ্যে এটাই বর্তমানে পুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংগঠন। প্রতি বছর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে সারা বিশ্বের পুরুষেরা সহিংসতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অঙ্গীকার হিসেবে সাদা ফিতে পারেন। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান এবং সাপোর্ট গ্রুপও তারা গঠন করেন এবং যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছার জন্য সব ধরনের মিডিয়া ব্যবহার করেন। কোন গ্রুপ যদি এই ক্যাম্পেইনে যোগদানের উদ্দেশ্যে একই কম্যুনিটিতে অনেক লোক পান, তাহলে ব্যাপক আলোচনার দুয়ার খুলে যায়।

সহিংসতার ব্যাপারে আর্ট এবং মিডিয়া নীরবতা ভেঙ্গেছে
Art and media break silence about violence

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ব্যাপারে নীরব থাকলে অপব্যবহারকারী পুরুষেরা নারী এবং LGBT লোকজনকে আঘাত করতেই থাকেন। আমরা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে না দাঁড়াই এবং না বলি যে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অন্যায়, তাহলে অপব্যবহারকারীরা এই মেসেজই পাবেন যে তাদের আচরণ স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য। নীরবতা ভিকটিমকেও এই মেসেজই দেবে যে, তাদের ব্যাপারে কিংবা তাদের কষ্টের ব্যাপারে কারো মাথাব্যথা নেই। সহিংসতার প্রতি কম্যুনিটি ও পরিবারের লোকজনের চোখ খোলার অনেক উপায় আছে। তারা জোর গলায় বলতে পারেন, 'কম্যুনিটি হিসেবে আমরা এই সহিংসতার বিরুদ্ধে।'

সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে মেসেজ পৌঁছাতে পারে জনপ্রিয় সঙ্গীত, রেডিও, টিভি এবং ইন্টারনেট। কিছু উদাহরণ দেয়া হলো এখানে :

'ব্রেক থ্রু ইন্ডিয়া' রেডিও, ভিডিও, লিফলেট, বুলেটিন বোর্ড এবং টাউন মিটিংয়ের মাধ্যমে একটি ব্যাপক মিডিয়া ক্যাম্পেইন সৃষ্টি করেছে। সংগঠনটি এই মেসেজ পাঠাচ্ছে যে, সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকার অধিকার মহিলাদের আছে। জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা থামাতে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জনগণের প্রতিও আহ্বান জানানো হচ্ছে। 'মান কি মানজিরি' বা 'নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা' নামক একটি মিউজিক ভিডিও এবং হিট অ্যালবাম প্রচার করা হচ্ছে এই লক্ষ্যে। মিলিয়ন মিলিয়ন লোক এটা দেখছেন এবং শুনছেন এবং যুবকদের মধ্যে এটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। ঐ অ্যালবাম ও মিউজিক ভিডিও একজন মহিলার সত্যিকারের কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই তৈরি। ঐ মহিলা তার সহিংস স্বামীকে ছেড়ে আসেন এবং ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের জন্য ট্রাক ড্রাইভারের কাজ নেন।

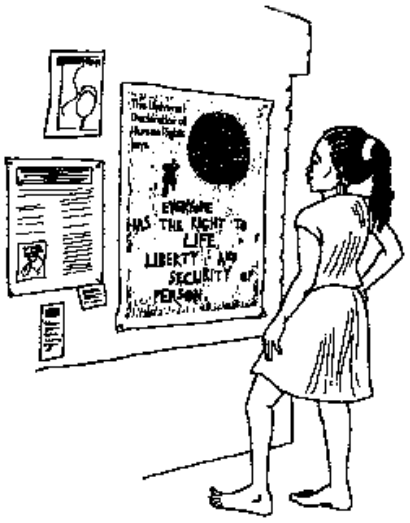

এই ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে অনেক কম্যুনিটিই তাদের নিজস্ব সঙ্গীত, অন্য কোন মিডিয়া কিংবা অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ, একদল কিশোর বালক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা প্রতি রাতে তাদের একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে টিভি দেখবে যাতে করে ঐ প্রতিবেশী তার স্ত্রীকে পেটাতে না পারে।

'পান্টোস ডি এনকুয়েন্ট্রো' নিকারাগুয়ার একটি গণমাধ্যম। প্রতি সপ্তাহে আধঘণ্টা ব্যাপী একটি টিভি সিরিয়াল দেখায় এই মাধ্যমে। সিরিয়ালের নাম সেক্সটো সেনটিডো বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। যৌন সম্পর্ক, যৌন অরিয়েন্টেশন, সহিংসতা, ধর্ষণ ইত্যাকার বিষয় নাটকীয়ভাবে দেখানো হয় এর মাধ্যমে। কম বয়সী লোকজন কিভাবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের দৈনন্দিন সমস্যা সামাল দিচ্ছেন তা প্রদর্শিত হয় এসব নাটকে। বিভিন্ন কাহিনী একে একে উন্মোচিত হতে থাকে এগুলোতে। ফলে নাটক অধিক বাস্তবানুগ ও জটিল হয়ে উঠে। নাটকীয় উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি এটি যথেষ্ট বিনোদনমূলকও হয়।

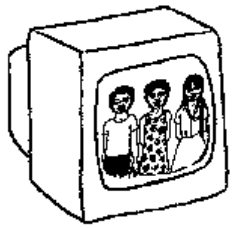

উগান্ডায় এরূপ একটি মাধ্যম হচ্ছে **'রেইজিং ভয়েসেস'**। এটি একটি কম্যুনিটি বেতার মাধ্যম। নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক আলোচনা হয় এতে। এ বিষয়ে তথ্যও সরবরাহ করা হয়। নারীদের সহায়তা সেবা প্রদানের জন্য সরকারী সেবা বিষয়ক ঘোষণাও করা হয় এখান থেকে।

নিউজ লেটার, ওয়েব সাইট ও ম্যাগাজিনের মাধ্যমে শিল্প ও কবিতা, অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মতবিনিময়, আইডিয়া, গঠনমূলক কলাকৌশল এবং পাঠকদের পক্ষ থেকে দেয়া প্রশ্ন ইত্যাকার বিষয় প্রকাশিত ও আলোচিত হয়। সব ঐ জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতাকে ঘিরেই। এভাবে তথ্যবিনিময় হলে সারা বিশ্বের নারীদের পক্ষে আলাদাভাবে এবং কম্যুনিটি ভিত্তিতে সমর্থন পাওয়া সম্ভব হয়।

রাস্তায় শিল্পকলা যথা কম্যুনিটি ম্যুরাল এবং বিভিন্ন চত্বরে প্রদর্শিত নাটক জনগণকে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে ভাবতে ও কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। মেক্সিকো সিটির একটি আর্ট প্রজেক্টে পোশাকের দোকানে ব্যবহৃত পুতুলের ন্যায় পুতুল ব্যবহার করা হয়। পুরুষ ও মহিলা – উভয় ধরনের পুতুলই ছিল প্রদর্শনীতে। পার্ক এবং নগর চত্বরে কিংবা সাবওয়ে স্টেশনে পুতুলগুলো স্থাপন করা হতো নাটকীয় ভঙ্গিমায়। নারীরা যে পুরুষদের সহিংসতার শিকার সেটাই প্রদর্শিত হয়েছে এসব দৃশ্যে। পুরুষদেরকে বিভিন্ন উগ্র পুরুষালী ঢঙ্গে নারীদের উপর আক্রমণ উদ্যত অবস্থায় দেখানো হয়েছে।

কোন কোন দৃশ্যে পুতুলগুলোকে সুস্পষ্ট ভঙ্গীতে পোজ দেওয়ানো হয়েছে, যেমন দেখানো হয়েছে যে, একজন পুরুষ একজন নারীকে আঘাত করছেন ইত্যাদি। কখনো কখনো পোজগুলো অধিক প্রতীকি, যেমন একজন পুরুষ পুতুল একটি নারী পুতুলের দিকে তাকিয়ে আছে। নারী পুতুলের সর্বাঙ্গে গেথে আছে কাটাচামচ, যেন পুরুষটা তাকে কাটাচামচ দিয়ে কেটে কেটে খাচ্ছে। কোন কোনটা হাস্যরসাত্মক হলেও কোন কোন দৃশ্য ভীতিকর। কাছেই একটি টেবিলে রাখা আছে কাগজ ও মার্কার যাতে করে পথচারীরা তাদের অনুভূতির কথা লিখে তা একটি কাপড়ে ক্লিপ দিয়ে আটকে রেখে যেতে পারেন। অন্যান্য লোকজন এসব লেখা দেখবেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

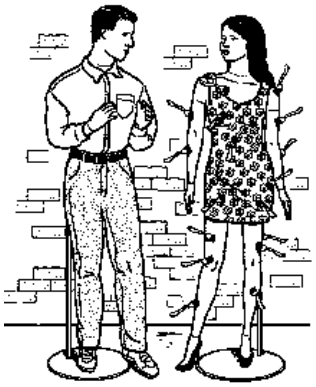

অংশগ্রহণমূলক থিয়েটার : Participatory theater

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সারা বিশ্বের গ্রুপগুলো অংশগ্রহণমূলক থিয়েটার ব্যবহার করে থাকে। সহিংসতার শিকার হয়েছেন এমন কোন নারী কিংবা কোন অভিনেত্রী তাদের কাহিনী অভিনয় করে দেখান। এরপর তারা দর্শকদেরকে সহিংসতার উপর আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। অন্যান্য গ্রুপগুলো একটি সহিংস পরিস্থিতি অবলোকন করার সুযোগ করে দেন এবং দর্শকদেরকে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে কিংবা পরিস্থিতি বদলাতে আহ্বান জানান।

দক্ষিণ আফ্রিকা সহ অন্যান্য স্থানে **'অ্যামবুশ থিয়েটার'**-এর আয়োজন করা হয়। 'সোনকে জেন্ডার নেটওয়ার্ক'-এর আওতায় পুরুষ ও নারীরা জনসমক্ষে এমন আবেগীয় কিংবা মৌখিক সহিংসতার দৃশ্য অভিনয় করে দেখান, যেখানে কেউ এটা দেখার প্রত্যাশা করেননি। কি ঘটছে তা দেখার জন্য লোক জড়ো হলে, গ্রুপটি সহিংসতা ও ধর্ষণ

সম্পর্কে কথা বলার সুযোগকে কাজে লাগান। অভিনয়কারীরা এ সময় দৃশ্যটি পুনরায় অভিনয় করেন। লোকজন যদি ভিন্ন কিছু বলতে চান কিংবা কাজ করার জন্য কম সহিংস কিছু বলতে চান তখন গ্রুপ তাদেরকে চিৎকার করে 'থামুন' বলতে অনুরোধ করে।

শিল্পকলার মাধ্যমে সহিংসতার আসল কাহিনী নিয়ে মতবিনিময়
Sharing true stories about violence through art

সহিংসতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে মতবিনিময় করা হলে আত্ম দোষারোপকরণ এবং কলংক আরোপণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় এবং ভিকটিম হওয়ার বদলে আত্মরক্ষাকারী হওয়ার প্রচেষ্টা চালানো যায়। কেউ সহিংসতার বিষয়ে চিত্রকলা দেখলে তারাও নিজেদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পাবেন এবঙ আত্মরক্ষাকারীদেরকে অত্যন্ত সহানুভূতির চোখে দেখবেন। সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা পেতে শিল্পকলা হতে পারে একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

পোস্টার প্রতিযোগিতা, কবিতা প্রতিযোগিতা এবং শিল্পকলা প্রদর্শনী ছোট ছেলেমেয়ে এবং বয়স্কদেরকে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে তাদের আইডিয়া ও অনুভূতি নিয়ে মতবিনিময় করতে উদ্বুদ্ধ করবে। তারা এ বিষয়ে শুনে থাকলে, দেখে থাকলে কিংবা এর অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকলে – সব ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে। এটা যদি অধিক সংখ্যক লোককে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে, তাহলে এই শিল্পকলা শিল্পীর নাম উল্লেখ করা ছাড়াই প্রদর্শিত হতে পারে।

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা কেন ঘটে, গল্পে বর্ণিত লোকজন এতে কেমন অনুভব করেন, পরিস্থিতি কি করে ভিন্ন হতে পারে, সে বিষয়ে ভাবতে **কমিক বই** প্রদর্শন করতে পারে বাস্তব জীবনধর্মী পরিবেশ।

লাইবেরিয়ায় সহিংসতা ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে 'থ্রু আওয়ার আইস' ভিডিওর কার্যক্রম
Through Our Eyes videos about violence and rape in Libria

পশ্চিম আফ্রিকার লাইবেরিয়ায় ১৪ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধে একটি দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার জন্য সৈনিকেরা যৌন সহিংসতাকে কাজে

লাগায়। হাজার হাজার নারী ও বালিকাকে ধর্ষণ করে তারা। ২০০৩ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও যৌন সহিংসতা থামেনি। অতি কম বয়সে বালিকাদেরকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হতো। অনেক পুরুষই বিশ্বাস করতো যে কথার অবাধ্য হলে স্ত্রীকে পেটানো সঠিক কাজ। ধর্ষণ ছিল একটি 'কমন' ঘটনা। যৌন নিপীড়ন থেকে কিভাবে নিরাপদ থাকা যায়, তা নিয়ে মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ কথা বলতে চাইলেও এ ধরনের সমস্যা যে রয়েছে, পুরুষেরা তা স্বীকার করতো না।

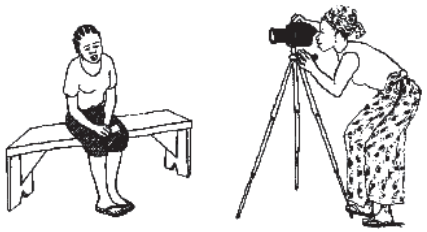

সবচাইতে অধিক যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকায় নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য 'থ্রু আওয়ার আইস' নামক একটি সংগঠন নারী ও পুরুষের অনেকগুলো টিমকে ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টিমগুলো জেন্ডার ভিত্তিক যৌন সহিংসতা নিয়ে শর্টফিল্ম তৈরি করতো এবং সহিংসতার পরও যারা কোনমতে টিকে আছে, তাদেরকে সেবা প্রদান করতো। এ সকল ভিডিওতে অভিনয় করতো কম্যুনিটির সদস্যরা। নারী ও বালিকাদেরকে যে সকল উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে, সেগুলো দেখানো হতো এই ভিডিওতে। এছাড়াও প্রচলিত ভুল রীতি, কম বয়সে জোর করে বিয়ে দেয়া, যৌন অপব্যবহার ও ধর্ষণ এবং শারীরিক নির্যাতন ইত্যাদিও ভিডিওতে প্রদর্শিত হতো। এ সকল ভিডিও কম্যুনিটিতে যখন প্রদর্শিত হতো, তারা এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরুর ব্যাপারে সাহায্য করতো, যেগুলো সচারাচর জনসমক্ষে আলোচিত হয় না। এরপর থেকে অনেক মহিলা ও নারীই তাদের প্রতি যৌন আক্রমণের ব্যাপারে রিপোর্ট করতে এবং কাউন্সেলিং পেতে এগিয়ে আসতে শুরু করে।

লাইবেরিয়ান ভিডিও প্রশিক্ষণার্থী।

ভিডিও তৈরি করা কিংবা ভিডিও দেখা – মহিলারা যেটাই করুক না কেন, ক্ষতিগ্রস্ত মহিলারা এখন বলে যে, তারা এখন নিজেদেরকে কম নিঃসঙ্গ মনে করে এবং তাদের যা ঘটেছে তার জন্য তারা নিজেদেরকে কম দোষারোপ করে। তারা দেখতেও পাচ্ছে যে, নির্যাতিতা অন্যান্য সকল মহিলার ক্ষেত্রে তাদের ন্যায় প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটেছে। লাইবেরিয়াতে সফল হবার পর 'থ্রু আওয়ার আইস' ভিডিও প্রকল্প অন্যান্য কয়েকটি দেশেও পরিচালিত হয়েছে।

নির্যাতিতা নারীদের সহায়তায় কম্যুনিটি কার্যক্রম
Community actions to support survivors

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা অবসানের জন্য সাধারণত আন্দোলন শুরু হয় ক্ষতিগ্রস্তকে সাহায্য করার উপায় খোঁজার মধ্য দিয়েই। উদাহরণস্বরূপ, অপব্যবহার থেকে বাঁচতে নারীদেরকে সহায়তা দানের জন্য লোকেরা আশ্রয় কেন্দ্র এবং রেপ ক্রাইসিস সেন্টার তৈরি করে থাকেন। LGBT শ্রেণীর লোকজন যেখানে নিরাপদ থাকতে পারেন, সহিংসতা এড়াতে পারেন কিংবা লোকজন তাদেরকে গ্রহণ করছেন বলে মনে করেন, সেসব স্থানে তাদের জন্য কাফে কিংবা ড্রপ-ইন সেন্টার তৈরি করেন। জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার টার্গেট হওয়া লোকজন যখন তাৎক্ষণিক ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা লাভ করেন, তখন কম্যুনিটির পক্ষ থেকে তাকে সুরক্ষা, চিকিৎসা এবং স্বাধীনতা দেয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা হয়।

ঘরোয়া সহিংসতা থেকে বাঁচতে মার খাওয়া মহিলাদের পাশে দাঁড়ান
Support survivors to escape domestic violence

সহিংস সম্পর্ক থেকে পালিয়ে আসা নারীদেরকে সাপোর্ট দিলে জীবন বাঁচানো যায়। আপনার নেয়া পদক্ষেপ নিয়ে অন্য মহিলার সঙ্গে মতবিনিময় করুন এবং তাকে বলুন তিনিও যেন বিপদগ্রস্ত অন্য কোন মহিলার সঙ্গে এ নিয়ে মতবিনিময় করেন।

পুনরায় সহিংসতা ঘটার আগে নিকটবর্তী কাউকে বিষয়টা বলে রাখুন। তাকে বলুন যে, আপনি বিপদে পড়েছেন এমনটা শুনলে তিনি যেন আপনার সহায়তায় এগিয়ে আসেন। সম্ভবত আপনি মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার আগেই কোন প্রতিবেশী, পুরুষ আত্মীয়, একদল মহিলা কিংবা পুরুষ আপনাকে সাহায্য করার জন্য এসে পড়বেন। বিশেষ কোন শব্দ বা সংকেতের কথাও ভাবতে পারেন যা আপনার ছেলেমেয়ে বা পরিবারের অন্য কাউকে আপনার বিপদ জানান দেবে এবং আপনার কাছে সাহায্য পৌঁছবে। কোন নিরাপদ স্থানে কিভাবে যাওয়া যাবে, বাচ্চাদেরকে তা আগেই জানিয়ে রাখুন।

একজন পুরুষ হিংস্র হয়ে উঠলে সরে যাওয়ার চেষ্টা করুন কিংবা এমন স্থানে অবস্থান নিন যেখানে এমন কোন হাতিয়ার নেই, যা দিয়ে সে আপনার ক্ষতি করতে পারে। তাকে শান্ত করার জন্য যা করা দরকার তা-ই করুন, যাতে করে আপনি এবং আপনার ছেলেমেয়েরা নিরাপদ থাকতে পারেন। তার কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার প্রয়োজন হলে আপনি কিভাবে পালাবেন, সে কথা ভাবুন। আপনার যাওয়ার মতো সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা কোথায়, সেটাও ভেবে দেখুন।

চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিন। যে করেই হোক, টাকা বাঁচান। ঘর থেকে দূরে কোন নিরাপদ স্থানে টাকা রাখুন। সম্ভব হলে নিজের নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলুন। অধিক স্বাধীন হওয়ার জন্য আরো কিছু কাজ করুন যেমন বন্ধু বানান, গ্রুপে যোগদান করুন, পরিবারের সঙ্গে আরো সময় কাটান।

নির্যাতিতা নারীদের জন্য ধারে কাছে কোন 'সেফ হাউজ' কিংবা অন্য কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে কিনা খুঁজে দেখুন। এসব সেবা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে জেনে নিন।

আপনার বন্ধুবান্ধব ও বিশ্বস্ত আত্মীয়স্বজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন তারা আপনাকে ওখানে থাকতে সহায়তা করবে কিনা কিংবা টাকা ধার দেবে কিনা। যে আপনাকে নির্যাতন করেছে, তার কাছে ওরা যেন আপনার গন্তব্যস্থলের ঠিকানা বলে না দেয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন।

আপনার এবং আপনার ছেলেমেয়েদের আইডেন্টিফিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কপি সংগ্রহ করুন। টাকা-পয়সা, এসব কাগজপত্র, বাড়তি কাপড়চোপড় বিশ্বাসী কোন লোকের কাছে জমা রাখুন, যাতে আপনি দ্রুত বাড়ি ত্যাগ করতে পারেন। আপনি যদি নিরাপদে এটি করতে চান, তাহলে এতে কাজ হবে কিনা সেটা দেখার জন্য আপনার সন্তানদের সঙ্গে পলায়ন পরিকল্পনা রপ্ত করুন। বাচ্চারা যাতে বিষয়টি কারো কাছে বলে না দেয়, সে বিষয়টিও নিশ্চিত হোন। 'যেখানে মহিলাদের ডাক্তার নেই' দ্রষ্টব্য।

যৌন সহিংসতার কবলে পড়া নারীদেরকে স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তা
Health workers support survivors of sexual violence

সহিংসতা বন্ধে স্বাস্থ্যকর্মীরা যে কোন কর্মসূচী সংগঠিত করতে এবং এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো যারা মার খেয়েছেন, ধর্ষিতা হয়েছেন কিংবা অপব্যবহারের শিকার হয়েছেন, তাদেরকে সাপোর্ট দেয়া। ক্ষত নিরাময় ছাড়াও একজন স্বাস্থ্যকর্মী ভিকটিমকে কম্যুনিটি প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন সাপোর্ট গ্রুপ এবং শেল্টারে পাঠাতে পারেন।

যে নারী, দুবৃত্ত বা ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে চান, তাকে সহিংসতাজনিত ক্ষয়ক্ষতির প্রামাণ্য দলিলাদি যোগাড় করতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের বিষয়টা জানা থাকার কথা, এছাড়া তাকে তো ঐ মহিলার চিকিৎসা চাহিদা পূরণ করতে হবেই। আরো জানতে 'যেখানে মহিলাদের ডাক্তার নেই' দ্রষ্টব্য।

যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন যে সকল মহিলা, তাদের সুচিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে :

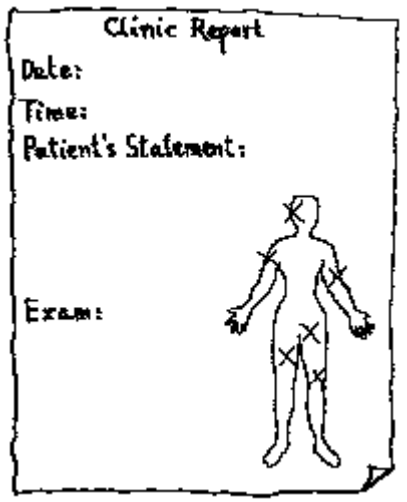

- ভিকটিম নারী হলে একজন নারী স্বাস্থ্যকর্মী যেন তার দৈহিক পরীক্ষা করেন, সে বিষয়টা নিশ্চিত করুন।
- ভিকটিমের নাম ও অন্যান্য তথ্য গোপন রাখুন এবং তাদেরকে বলুন যে, আপনি এসব তথ্য নিয়ে কারো সঙ্গে মতবিনিময় করবেন না।
- একটি আরামদায়ক, সহজে প্রবেশযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট করুন যেখানে ভিকটিম ধর্ষণের বিষয়ে রিপোর্ট করতে পারেন। এ সহিংসতার জন্য ভিকটিমকে যেন দায়ী না করা হয়, সে বিষয়টা খেয়াল রাখবেন।
- জরুরি কন্ট্রাসেপশন (EC) বিষয়টা ভিকটিমকে বুঝিয়ে বলুন এবং ভিকটিম যদি চান তাহলে তাকে তা ব্যবহার করতে দিন।
- প্রয়োজন হলে ভিকটিমকে যৌনবাহিত সংক্রমণ এবং এইচআইভির ওষুধ সরবরাহ করুন।

কখনো কখনো আপনাকে এমন সব রোগীদের সঙ্গে কাজ করতে হতে পারে যারা ভিন্ন যৌনতাধর্মী। কেউ কেউ প্রত্যাশার তুলনায় অধিক পুরুষালী কিংবা নারীসুলভ কিংবা এমন সব লোক যারা তাদের নিজেদের লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট। আপনার রোগী কোন লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত, সে বিষয়ে আপনার সংশয় থাকলে তিনি কি নাম ব্যবহার করেন তা ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করুন। তার যদি কোন পছন্দের লৈঙ্গিক সর্বনাম থাকে, তাহলে অবশ্যই সেটা ব্যবহার করুন। অন্য যে কোন ব্যক্তির ন্যায় তাদেরও মর্যাদা, প্রাইভেসি এবং সেবা লাভের অধিকার আছে।

সঙ্গী সাপোর্ট গ্রুপ : Peer Support Groups

যারা সহিংসতা কিংবা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, পরিবার এবং কম্যুনিটি থেকে তাদের সাহায্য করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত, সহিংসতার কবলে যারা পড়েছেন, বিশেষ করে যারা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, তাদেরকে প্রায়শই প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তাদের উপর কলংক আরোপ করা হয়। সহিংসতার কবলে পড়া মানুষগুলোর প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হলে তার যন্ত্রণা প্রশমিত হবে, বিশেষ করে যন্ত্রণার স্থায়ী প্রভাবটা দূরীভূত হবে।

একজন অপব্যবহৃত নারীর যন্ত্রণা ও সংগ্রাম অন্য একজন ভিকটিম ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারবেন না। মহিলারা যখন বন্ধু অথবা সঙ্গী সাপোর্ট গ্রুপের সদস্য হয়ে একত্রে তাদের কাছে আসেন, ভিকটিম তখন নিজেকে অতটা নিঃসঙ্গ মনে করেন না। বিচারের ভয় ছাড়াই তারা তখন তাদের কাহিনী বর্ণনা করতে পারেন। কষ্ট সামলে দেয়ার ব্যাপারে কী সব পদক্ষেপ নেয়া যায়, সে ব্যাপারে এ বন্ধু গ্রুপ ভিকটিমের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কোথায় সহায়তা পাওয়া যাবে সে বিষয়ে তথ্যও প্রদান করেন সাপোর্ট গ্রুপের মেয়েরা।

LGBT গ্রুপের যেসব লোক তাদের যৌনতা কিংবা তাদের জেন্ডার পরিচয়ের কারণে প্রহৃত হয়েছেন, ধর্ষিত কিংবা অপব্যবহৃত হয়েছেন, তাদের বেলায়ও এ কথা সত্য। একই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যারা, তাদের সঙ্গে সহিংসতার শিকার এই লোকগুলো যদি দেখা করেন, তাহলে তাদের মনে হবে তারা একা নন। তারা পরস্পরের কাছ থেকে শিখতে পারবেন এবং নিরাময় লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিও পাবেন।

সশস্ত্র সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্তদের সাপোর্ট দিন
Support survivors of armed conflict

যুদ্ধ কিংবা প্রচণ্ড সংঘাতের সময় একাধিক পুরুষের দল যখন এলাকা, সম্পদ কিংবা অন্য কোন জিনিস লাভের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তখন নারী ও শিশুরা যৌন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান করা এবং প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে পুরুষেরা ক্রমবর্ধমানভাবে ধর্ষণ ও অন্য কোন ধরনের যৌন অপব্যবহারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

সশস্ত্র সংঘাতে বিপর্যস্ত কম্যুনিটিতে নারীরা প্রায়শই নিরাময় ও পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার বাইরে পড়ে থাকে। বিশেষ করে মানুষ যখন জানতে পারে যে সংঘাতের সময় এরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তখন এটি আরো বেশি ঘটে। পরস্পরের সঙ্গে দেখা করা, কাহিনী বলা, স্বাস্থ্যসেবা নেয়া এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য একত্রে কাজ করার মাধ্যমে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত নারীকে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে পারেন। ক্ষতিগ্রস্ত এসব নারী যখন কম্যুনিটি লিডারে পরিণত হন, তখন তাদের অভিজ্ঞতা অধিকতর সহিংসতা প্রতিরোধ প্রচেষ্টাকে জোরালো করতে পারে।

সহিংসতা নিবারণে সংগঠিত হোন : Organize to prevent violence

নারী, পুরুষ, বয়স্ক, যুবক – কম্যুনিটির সবাই যখন সহিংসতা নিবারণ কার্যক্রমে এক কাতারে শামিল হন, তখন তা সবচেয়ে সফল হয়। সকল ধরনের জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বন্ধের সুফল নিয়ে কথা বলুন প্রত্যেকের সঙ্গে। এ কথা স্পষ্ট করুন যে, সহিংসতা বন্ধের প্রচেষ্টা আসলে পুরুষদের বিরুদ্ধে নয়, বরং এটি প্রতিটি মানুষের মঙ্গল ও মর্যাদা রক্ষার জন্য।

বিপদের মানচিত্রায়ন করুন : Map the dangers

সহিংসতা নিবারণে কম্যুনিটি কার্যক্রমের শুরুতে মানচিত্রায়ন একটি ভালো পন্থা। কম্যুনিটির নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং অন্যান্য সহকর্মীদেরকে পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য আহ্বান করুন। এ ছাড়া নারী ও বালিকাদেরকেও সম্পৃক্ত করুন এতে। কারণ তাদের বাসস্থান ও স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে এবং কর্মস্থলে তারা বিশেষভাবে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন। কম্যুনিটির যে সকল স্থানে LGBT জনগোষ্ঠী বিপদের ঝুঁকি অনুভব করেন, সেসব স্থান যাতে তারা শনাক্ত করতে পারেন, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। কম্যুনিটির লোকজনকে সমস্যাপূর্ণ স্থানগুলোতে ঘোরাঘুরি করে সেগুলো চিহ্নিত

করতে বলুন এবং সেগুলোর মানচিত্রায়ন করুন। আলোচনার মাধ্যমে গ্রুপ এসব স্থানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রস্তাবও করতে পারেন। যেমন রাস্তার বাতির আরো ভালো ব্যবস্থা কিংবা কম্যুনিটির পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পাহারা জোরদার করা ইত্যাদি। কম্যুনিটি মানচিত্রায়নের জন্য 'ম্যাপিং দি ওয়ে টু সেফ মাদারহুড' দ্রষ্টব্য।

অধিকতর নিরাপদ রাস্তার দাবিতে সংগঠিত হন কর্মীরা
Workers organize for safer streets

শ্রীলংকার ফ্রি ট্রেড জোন এলাকার ফ্যাক্টরিগুলোতে কর্মরত মহিলারা বাস করেন জোনের বাইরের বোর্ডিং হাউজগুলোতে। রাতে ফ্যাক্টরিতে আসা-যাওয়ার পথে ডাকাতি ও ধর্ষণের আশংকায় নারী কর্মীরা উদ্বিগ্ন। ইউনিয়ন সংগঠকরা একটি জরিপ পরিচালনা করেন। তারা সমস্যাগুলো নিয়ে নারীদেরকে আলোচনায় সহায়তা করে কিছু সম্ভাব্য সমাধানও বাতলে দিলেন এবং কিছু কাজও করলেন। ফলে ভ্রমণ অনেকটাই নিরাপদ হওয়ার পথ সুগম হলো। এসব প্রস্তাব নিয়ে তারা ফ্যাক্টরি মালিকদের কাছে গেলেন। কিছু পরিবর্তন আনাও সম্ভব হলো ভ্রমণে। একটি হলো জোন এবং বোর্ডিং হাউজের মধ্যে একটি লোকাল বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা।

কলম্বিয়ায় সহিংসতা প্রতিরোধে ট্রান্সজেন্ডার নারীদের সংগ্রাম
Transgender women fight to prevent violence in Colombia

অনেক স্থানেই LGBT জনগোষ্ঠী, বিশেষত ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাদের জেন্ডার তাদের বায়োলজিক্যাল সেক্স থেকে ভিন্ন। চাকুরী পাওয়া, স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করা তাদের পক্ষে তাদের বন্ধুদের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন। এ ছাড়া LGBT কম্যুনিটির লোকেরা তাদের জীবনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যৌন আক্রমণ এবং সহিংসতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

কলম্বিয়ায় LGBT জনগোষ্ঠীর উপর, বিশেষত ট্রান্সজেন্ডার নারীদের উপর আক্রমণ একটি সাধারণ ঘটনা। ২০০৪ সালে মারিয়া পলা সান্তামারিয়া

আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। স্যান্টিয়াগো ডি ক্যালির একটি হাসপাতালে গেলে তাকে চিকিৎসা দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার স্মৃতির সম্মান রক্ষার্থে তার চারজন বন্ধু গড়ে তোলেন সান্তামারিয়া ফাউন্ডেশন। কলম্বিয়ায় ট্রান্সজেন্ডার নারীদের উপর যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করাই ছিল এ সংগঠনের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যে আক্রান্ত হলে কি করণীয়, সে বিষয়ে তথ্য প্রচার করতে থাকে সংগঠনটি। আক্রমণের পর কিভাবে রিপোর্ট করতে হবে সেটাও জানানো হয়। কিভাবে নিরাপদ থাকা যাবে, সে বিষয়ে সহায়ক পরামর্শও দেয়া হয়। মহিলাদেরকে বলা হয় যে, তারা যেন দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করেন এবং তাদের সেলফোনে সর্বদাই টাকা রাখেন, যাতে করে বিপন্ন অনুভব করলে ফাউন্ডেশনকে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেন। ওদেশের পুলিশ বিপন্ন ট্রান্সজেন্ডার নারীদেরকে সুরক্ষা দেয়া দূরে থাক, তাদেরকে হয়রানি, যৌন নির্যাতন এবং মারধোর করে থাকে। এ কারণে সংগঠনের পক্ষ থেকে 'কম্যুনিটি ওয়াচডগ' কর্মসূচী চালু করা হয়। এরা পুলিশী নির্যাতনের ঘটনা রেকর্ড এবং প্রচার করতে শুরু করে এবং কোথায় কখন পুলিশী হয়রানি হয়েছে সে ব্যাপারেও তথ্য সরবরাহ করতে থাকে।

সমস্যাটি নিয়ে গণসচেতনতা বাড়াতে যে সকল স্থানে মহিলারা খুন হয়েছেন সেখানে সান্তামারিয়া ফাউন্ডেশন স্মৃতিসৌধ গড়তে শুরু করে। ওদেশের যানবাহন মন্ত্রণালয় একটি কর্মসূচী চালু করেছিল যার মাধ্যমে গাড়ি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু রেকর্ড করা হতো এবং দুর্ঘটনাস্থলে কালো তারকা স্থাপন করা হতো। এরই অনুকরণে প্রতিষ্ঠানটি ট্রান্সজেন্ডার লোকদের খুন হওয়ার স্থানে গোলাপী তারকা স্থাপন করতে শুরু করে।

প্রতিষ্ঠানটি লক্ষ্য করেছে যে, পুলিশ বাহিনীর উপর তারা যে চাপ সৃষ্টি করেছে তার ফলে সহিংসতা কিছুটা কমে এসেছে। তবে প্রতিষ্ঠানটি জানে যে, ট্রান্সজেন্ডার নারীদেরকে অন্যান্য নাগরিকদের সমতুল্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে আরো অনেক কাজ বাকী রয়েছে।

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র রাখা
Link with movements for economic justice

কম্যুনিটির পক্ষে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ঠেকানোর আরেকটি পন্থা হচ্ছে নারীদের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা এবং চাকরির ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমমর্যাদা হাসিল করা। নারীরা যদি চলনসই ধরনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেন, তাহলে তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তারা পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবেন।

বিদ্যালয়ে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা চ্যালেঞ্জ করুন
Challenge gender-based violence in schools

কোন কোন কম্যুনিটিতে বিদ্যালয়গুলো সবার জন্য নিরাপদ করতে শিক্ষক, অন্যান্য কর্মী, ছাত্র এবং মা-বাবারা পরস্পরকে সহযোগিতা করেন। সব ধরনের সহিংসতাকে সক্রিয়ভাবে প্রতিহত করার ব্যাপারে তারা একমত হন। ভীতি প্রদর্শন এবং যৌন সহিংসতা এর অন্তর্ভুক্ত। তারা এমন একটি স্কুল আবহ সৃষ্টি করতে চান যেখানে প্রত্যেকেই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমর্থনের উদাহরণ তৈরি করার জন্য সচেষ্ট থাকবেন।

সহিংসতা চক্র থামানোয় সহায়তা করতে একটি বিদ্যালয় কর্মসূচী
A school program to help stop the cycle of violence

কেনিয়ার নাইরোবী নগরীতে কিবেরিয়া একটি বৃহৎ জনাকীর্ণ জনপদ। এখানে বসবাসকারী বেশির ভাগ লোকই দরিদ্র। ঘরোয়া সহিংসতাও সাধারণ ব্যাপার। এখানকার রাহমাতুল্লাহ কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ বিদ্যালয়ে কাজ করে যাচ্ছে বাচ্চাদেরকে এটা বোঝাতে যে, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা স্বাভাবিক কোন বিষয় নয় এবং এটা থামানো সম্ভব। এ কর্মসূচীতে রোল প্লে, শ্লেষ ও অন্যান্য কার্যক্রম ব্যবহার করে ছেলেমেয়েদেরকে সহিংসতা চক্র সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। সহিংসতা কিভাবে তাদেরকে এবং গোটা কম্যুনিটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সেটাও বোঝানো হয় তাদেরকে। আলোচনা সেশনে বাচ্চাদেরকে তাদের দেখা সহিংস পরিস্থিতি সম্পর্কে খোলা মনে কথা বলতে উৎসাহিত করা হয়। সহিংসতা তাদের প্রতি ঘটেছে, নাকি তাদের পরিবারে ঘটেছে সেটা প্রকাশ না করেই এ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলা হয় তাদেরকে। কর্মসূচীর উদ্যোক্তারা সহিংস পরিস্থিতির ছবিও আঁকেন এবং ছবিতে কি বোঝানো হয়েছে এবং তারা এগুলো দেখে কেমন অনুভব করছে বাচ্চাদের কাছে তা জানতে চাওয়া হয়। এ কার্যক্রম শিক্ষকদেরকে এটা বুঝতে সাহায্য করে যে, বাচ্চা কিংবা তার পরিবারের কেউ অপব্যবহারের শিকার হচ্ছেন। কাজেই কঠিন পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সহায়তা দেয়ার জন্য তারা প্রয়োজনীয় প্রস্তুত গ্রহণ করেন।

সহিংসতা ঠেকাতে বিচারিক পদ্ধতি কার্যকরকরণ
Make judicial systems work to stop violence

নারী ও সকল মানুষ যাতে সহিংসতামুক্ত জীবনযাপন করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে বিচার পদ্ধতি তথা আইন-আদালত, পুলিশ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থার কর্তব্য হলো একযোগে কাজ করা। কিন্তু মানুষ সহিংসতামুক্ত জীবনযাপন করতে সক্ষম হচ্ছেন না এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতাও বরাবরের মতই অব্যাহত

আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীদের সুরক্ষাদায়ী আইন কার্যকর করা হয় না এবং আইনী পদ্ধতিও ভিকটিমকে এটাই অনুভব করায় যে, সহিংসতা ঘটে যাওয়ার জন্য নারী নিজেই দায়ী। অনেক স্থানেই জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা রোধে কোন আইন নেই এবং থাকলেও তা অপর্যাপ্ত এবং এগুলো আরো শক্তিশালী করা আবশ্যক।

আইনী সুরক্ষা সম্পর্কে জানুন : Learn about legal protections

আইন-আদালত, পুলিশ ও অন্যান্য সংস্থা কম্যুনিটিতে সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু বিচার বিভাগের প্রতিটি অংশ জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতাকে কিভাবে সামাল দেয়, সে বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য প্রায়শই গোলমেলে। জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে আরো কার্যকরভাবে লড়তে হলে কি ধরনের আইনী সুরক্ষা পাওয়া যাবে, জনগণকে সেটা জানতে হবে। লিখিত আইন এবং কিভাবে তা বলবৎ করা হয়, এ দুইয়ের মধ্যে যে ফারাক, সেটাও জানতে হবে তাদের। এরপর আরো সহায়ক আইন, আরো ভালো প্রয়োগ ব্যবস্থা এবং মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য আমরা কাজ করতে পারবো।

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতায় যারা ভিকটিম হয়েছে তাদের সহায়তার জন্য কর্তৃপক্ষের কি ভূমিকা ও কর্তব্য সে বিষয়ে জানতে হলে পরবর্তী কার্যক্রম করতে পারে একটি গ্রুপ।

কর্মতৎপরতা / স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে গ্রুপ অনুসন্ধান

প্রস্তুতি পর্বে আইন সম্পর্কে যতটা সম্ভব জেনে নিন আগেই। সম্ভব হলে বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে যিনি ভালো জানেন, এমন একজনকে রিসোর্স ব্যক্তি হিসেবে আপনাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে দিন। তিনি আপনাদেরকে সহায়তা দেবেন। খোলা মন নিয়ে আপনার গ্রুপের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক, এমন স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহকে যদি শনাক্ত করতে পারেন, তাহলে এ কর্মসূচীতে সবচেয়ে ভালো সাফল্য আসবে।

১. আপনি কার কাছে যেতে পারেন? প্রক্রিয়ার শুরুতেই গ্রুপকে একত্রিত করুন এবং তাদেরকে এই প্রশ্ন আলোচনা করতে বলুন, 'আপনার কম্যুনিটিতে যদি কোন নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটে, তাহলে সাহায্যের জন্য কার কাছে যেতে পারেন?'

একটি বড় কাগজের টুকরোয় নিম্নে প্রদর্শিত নিয়মে একটি গ্রীড তৈরি করুন যা সবাই দেখতে পান। প্রথম কলামে গ্রুপ কর্তৃক শনাক্তকৃত বিবিধ কর্তৃপক্ষের পদবী লিখুন। আরো কোন কর্তৃপক্ষ বাদ পড়লো কিনা 'রিসোর্স' ব্যক্তিকে তা জিজ্ঞাসা করুন।

কর্তৃপক্ষ	ভূমিকা (তারা এখন কি করেন?)	তারা কি করেন না / করতে পারেন না? কেন?	তাদের আরো কি করা প্রয়োজন?
পুলিশ (যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা)			
মেয়র, সিটি কাউন্সিল, বয়স্কদের কাউন্সিল			
ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী			
বিচারক কিংবা কোর্ট কর্মকর্তা			
মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা			

২. ব্যাখ্যা করে বোঝান যে, গ্রুপ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা নিরসনে প্রতিটি কর্তৃপক্ষ কিভাবে কাজ করেন, তা শেখা। এজন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে গ্রুপ :

- নারী ও LGBT জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সামাল দিতে বর্তমানে প্রতিটি কর্তৃপক্ষ কি পদক্ষেপ নিয়ে থাকে?
- তারা কি করে না? তারা কি করতে সক্ষম নয়? কেন?
- এ ধাঁচের সহিংসতা নিরসনে তাদের অন্য কি ধরনের কাজ করা উচিৎ?

গ্রুপকে ছোট ছোট টিম গঠন করতে বলুন। ব্যাখ্যা করুন যে, প্রতিটি টিম যে কোন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে অধিক তথ্য জানার ব্যাপারে দায়ী থাকবে। এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য তথ্যও তারা সংগ্রহ করবে। ভবিষ্যতে কোন মিটিংয়ে তারা পুরো গ্রুপের সঙ্গে এসব তথ্য নিয়ে মতবিনিময় করবে।

৩. অনুসন্ধান করুন। সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে প্রতিটি টিমের কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন মতামত জানার জন্য তারা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের

কতিপয় লোকের সাক্ষাৎকার নিতে পারেন। ভিকটিম যে সকল মহিলা প্রতিকার চেয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছেন, তাদেরও সাক্ষাৎকার নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সাম্প্রতিক কাহিনী এবং আদালতের রেকর্ড খতিয়ে দেখলে কর্তৃপক্ষ কি করেন এবং করেন না সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

৪. গ্রুপের অনুসন্ধানের কাজ শেষ হলে পুরো গ্রুপের কাছে রিপোর্ট করার জন্য টিমগুলোর একটি মিটিং ডাকুন। প্রত্যেক টিমের উপস্থিত হওয়া এবং প্রত্যেককে প্রশ্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়ার বিষয়টা নিশ্চিত করুন।

৫. পরিশেষে এই প্রক্রিয়া থেকে তারা কি শিখলেন গ্রুপকে সেটা জিজ্ঞাসা করুন। বিচার বিভাগকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করতে পরবর্তী পর্যায়ে কোন্ কাজটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, সেটাও জিজ্ঞাসা করুন তাদেরকে। উদাহরণস্বরূপ নারীদের উপর সহিংসতার ঘটনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্তব্য সম্পর্কে জনগণকে অধিক সচেতন করতে চাইতে পারে গ্রুপ। অথবা কোন অপরাধের ঘটনা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা LGBT লোকদের জন্য সহজতর করার চেষ্টাও করতে পারে তারা।

কোন পরিকল্পনা প্রণয়নে আলোচনার জন্য 'মেক আ পাওয়ার ম্যাপ অ্যাকটিভিটি' সহায়ক হতে পারে।

স্থানীয় আদালত ও পুলিশের সঙ্গে কাজ করুন
Work with local courts and police

বিচারকগণ, আইনজীবীগণ, কোর্ট কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ অফিসারগণ যখন অনুধাবন করেন যে, নারী ও LGBT জনগোষ্ঠীর প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণ করা হয় না এবং সকল মানুষের অধিকার রক্ষায় কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই কাজ করতে হবে। কেবল তখনই বিচারিক নারীদের জন্য অধিক সহায়ক হবে। পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য এসব কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এর জন্য বিবিধ

কলাকৌশল এবং মিটিংয়ের দরকার হয়। এছাড়া কম্যুনিটি লিডারদের সঙ্গেও আপনাকে কাজ করতে হতে পারে, যারা বিচার বিভাগের এমন কিছু লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন যারা খুব সম্ভব আপনার প্রস্তাব শুনবেন এবং সমর্থন করবেন। এটাও হয়তো দেখবেন যে, কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেউ কেউ মোটেও বদলাবেন না এবং আপনি অবশ্যই তাদের অপসারণের জন্য তাগিদ দেবেন।

সম্ভাব্য যে সকল উপায়ে আপনি বিচারিক পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাতে পারেন, তার কিছু উদাহরণ এখানে দেয়া হলো :

নারী পুলিশ ইউনিট। ধর্ষণ কিংবা ঘরোয়া সহিংসতা নিয়ে পুরুষ পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে মহিলারা প্রায়শই অনিচ্ছা বা অস্বস্তি বোধ করেন। আশির দশকে ব্রাজিলের নারী সংগঠনগুলো দাবী জানান যে, ব্রাজিলের পুলিশ ইউনিটগুলোতে কেবলমাত্র নারীই থাকবেন। প্রথম 'সবাই নারী' ইউনিট গঠিত হয় ১৯৮৫ সালে এবং অনেক দেশই এখন এই মডেল অনুসরণ করছেন। নারীদেরকে তাদের অধিকার অনুধাবন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করার জন্য সমাজকর্মীরা প্রায়শই পুলিশের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন।

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা রোধে প্রশিক্ষিত পুলিশ। জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ে কম্যুনিটি কর্মীরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে পারেন। পুলিশ অফিসারদের মধ্যে অনেকেই ঘরোয়া সহিংসতা কিংবা সমকামীদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন আইন প্রয়োগ করেন না। সহিংসতা যে ঘটছে, এটা তারা স্বীকার করতেই চান না এবং তারা নিজেরাই অনেক সময় নারী নির্যাতন সমকামীদের প্রতি দুর্ব্যবহারে লিপ্ত হন। দীর্ঘদিনের লালিত মানসিকতা ও বিদ্বেষ দূর করা সহজ নয়। কাজেই পুলিশ অফিসারদেরকেও তাদের মানসিকতা বদলাতে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

ঘরোয়া সহিংসতা বিষয়ক আদালত। নির্যাতিতা হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা স্বামীদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করতে ভয় পান। কারণ খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য তাকে স্বামীর উপরই নির্ভর করতে হয়। স্বামীকে জেলে

পাঠানো হলে ঐ মহিলা তার বাড়ি ও অন্যান্য সম্পদ হারাতে পারেন। আর যদি তাকে জেলে পাঠানো না হয় তাহলে স্বামী তার উপর আরো অত্যাচার চালাবেন। ঘরোয়া সহিংসতার শিকার হয়ে মহিলারা রিপোর্ট করলেও অত্যাচারী স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যেতে সক্ষম হন না। ফলে আদালতে মামলার পর মামলা হতেই থাকে। কিন্তু নির্যাতনের অবসান হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে এ পরিস্থিতির সুরাহাকল্পে সমস্যা সমাধানকারী ঘরোয়া সহিংসতা আদালত স্থাপন করা হয়েছে।

সমস্যা সমাধানকারী আদালতে মামলা দায়ের করার সঙ্গে সঙ্গেই নির্যাতিতা মহিলাকে ঘরের ব্যবস্থা এবং চাকরির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। মহিলাদেরকে সহিংস পরিস্থিতির জন্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ('সাপোর্ট সারভাইভরস টু এস্কেপ ডমেস্টিক ভায়োলেন্স' দ্রষ্টব্য)। এই আদালত অপব্যবহারকারীদের আচরণে নজরদারী করে এবং মোকদ্দমা চলাকালে ভিকটিম মহিলাকে নিরাপদ থাকার ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করে। এতে মোকদ্দমার কাজ ত্বরান্বিত হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত নারী চিরদিনের জন্য আদালত এবং অপব্যবহারকারীকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়।

পুনঃস্থাপন বিচার। ঘরোয়া সহিংসতা কিংবা সমকামী নির্যাতনের শিকার যারা, নির্যাতনকারীদের মুখোমুখি হওয়া এবং তাদের সঙ্গে একটা আপস রফায় পৌঁছার জন্য কম্যুনিটির পক্ষ থেকে ভিকটিমকে সহায়তা করা হয়। এটাই পুনঃস্থাপন বিচার। কম্যুনিটির পক্ষ থেকে এ ধরনের আপস রফার ব্যবস্থা করার জন্য প্রশিক্ষণ ও সময়ের প্রয়োজন। কম্যুনিটি সাপোর্ট অত্যন্ত জোরালো হলে এ ধরনের ব্যবস্থা ভালো ফল দেয়।

স্বাধীন আদালত পদ্ধতি। ভারতের চারটি নগরীতে ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন (BMMA) নামক একটি গ্রুপ নারীদের বিচারিক বিষয় নিয়ে নিজস্ব আদালত স্থাপন করেছে। অতীতে ডিভোর্স ও শিশু অভিভাবকত্ব মোকদ্দমাগুলো রাষ্ট্র কিংবা ইসলামিক শরীয়া আইন মোতাবেক নিষ্পন্ন হতো। এগুলো পুরোটাই পুরুষ পরিচালিত। এসব আদালত বলতে গেলে কখনোই মহিলাদের পক্ষে রায় ঘোষণা করেনি। মহিলাদের নিজেদের এবং বাচ্চাদের ভরণপোষণের জন্য কোন সহায়তাই পাওয়া যেতো না। BMMA এমন ধরনের জাতীয় আইন তৈরির জন্য কাজ করছে, যেগুলো ইসলামিক আইনের আওতায় বিদ্যমান নারী সুরক্ষাকে

আরো জোরদার করবে। যেসব নারী রাষ্ট্রীয় আদালতে মামলা করতে চান, এটি তাদেরকেও বিচারিক সহায়তা প্রদান করবে।

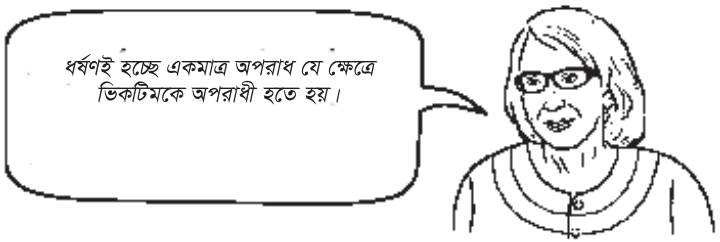

ফ্রেডা অ্যাডলার অপরাধ বিশেষজ্ঞ

মানবাধিকার আইন সহায়তা দিতে পারে : Human rights laws can help

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আওতায় সাধারণ জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত যৌন সহিংসতাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এর অর্থ, এক গ্রুপের উপর পরিচালিত অপরাধ সকল মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য। অনেক গ্রুপই স্থানীয় আদালত ও সরকারের কাছে বিচার চাওয়ার সময় মানবাধিকার আইন ব্যবহার করেন (আরো জানতে অ্যাপেনডিক্স-এ, এডভোকেট ফর উইমেন্স রাইটস ইউজিং ইন্টারন্যাশনাল দ্রষ্টব্য)।

নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সংগঠিত হোন
Organize to bring justice for survivors

পুলিশকে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিকল্প আদালত স্থাপন এবং সংস্থাপন বিচার পদ্ধতির জন্য আপনি যত কিছুই করেন না কেন, এরপরও কম্যুনিটিতে সহায়তা পাওয়ার জন্য আপনাকে সংগঠিত হতে হবে। জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার সমস্যা অনুধাবন ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আপনি যদি কম্যুনিটিকে সংগঠিত করতে পারেন, তাহলে বুঝতে হবে নির্যাতিতাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিতের জন্য আপনি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার সংগ্রহ করতে পেরেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তৃণমূল পর্যায়ে এভাবে ভিত্তি সুদৃঢ় করার মাধ্যমে আপনি সেইসব বিচারকের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন যারা নারী ও LGBT জনগোষ্ঠীর প্রতি সর্বদাই বৈষম্য করে থাকেন। এভাবে ঐ বিচারকের বদলী কিংবা পদত্যাগ নিশ্চিত করা যায়। অনুরূপভাবে, কম্যুনিটিকে সংগঠিত করে অপব্যবহারের বিষয়ে সুশৃঙ্খল অভিযোগনামা তৈরি করতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর উপরও চাপ সৃষ্টি করা যায়।

২০১৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি হংকং-এর নারীরা ২০৭টি দেশের ১ বিলিয়ন লোকের সঙ্গে একযোগে মিলিত হয়ে নৃত্যের মাধ্যমে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের দাবী জানান। 'ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং ফর জাস্টিস' সম্পর্কে আরো জানতে 'ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ.ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং. অর্গ' ওয়েব সাইটে যেতে পারেন।

বৈশ্বিক সহিংসতারোধী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আপনি নিজের সংগঠনকে জোরদার করতে পারেন, পেতে পারেন গণমাধ্যমের অধিকতর মনোযোগ। নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে পরিচালিত আরেকটি বৈশ্বিক উদ্যোগ হচ্ছে 'ভি ডে'। সংগঠনটি অর্থ উত্তোলন করে, সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং সহিংসতা রোধে সংগ্রামরত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করে। দি ইন্টারন্যাশনাল ডে এগেইনস্ট হোমোফোবিয়া হচ্ছে বৃহৎ পরিসরে মিডিয়ার মনোযোগ সৃষ্টিকারী একটি ইভেন্টে যোগদানের আরেকটি সুযোগ। তারিখটি হচ্ছে ১৭ মে। ১৯৯০ সালের এই দিনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সমকামীতাকে তাদের মানসিক রোগের তালিকা থেকে অপসারণ করেছিল। নিজেদের কম্যুনিটি, কর্মস্থল ও পরিবারে LGBT ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক এই ইভেন্ট।

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের দাবীতে ভারতে প্রতিবাদ
Protests in India demand an end to violence against women

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের নয়াদিল্লীতে একটি বাসের ভেতর ২৩ বছর বয়সী একটি মেয়েকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে ৬ জন পুরুষ। মেয়েটির এক বন্ধু তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে তাকে বেধড়ক পেটানো হয়। এক পর্যায়ে উভয়কে বাসের বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। লোকজন এদেরকে পড়ে থাকতে দেখে হসপিটালে নিয়ে যান। মারাত্মক আহত ঐ মহিলা দুই সপ্তাহ পর মৃত্যুবরণ করেন। এ খবর নগরীতে এবং সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক দিন পর ন্যাক্কারজনক এ ধর্ষণের বিরুদ্ধে সরকারী পর্যায়ে দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়ায় দিল্লী ও অন্যান্য শহরগুলোতে হাজার হাজার লোক জড়ো হয় এবং বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা ভারতে যৌন সহিংসতার এই মারাত্মক সমস্যার দ্রুত অবসান দাবী করে।

ভারতের মহিলা গ্রুপ ও অন্যান্য সংগঠন বছরের পর বছর ধরে ধর্ষণ ও নারীদের বিরুদ্ধে অন্যান্য সহিংসতার অবসানের লক্ষে কথা বলে আসছে। কিন্তু ব্যাপক এই বিক্ষোভ ও পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই গণআন্দোলন সমস্যাগুলোর প্রতি মিডিয়ার দৃষ্টি যতটা আকৃষ্ট হয়েছে, তেমন আর কখনোই হয়নি। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ের যৌন হয়রানির বর্ণনাও দিয়েছেন। তাদের অভিযোগ নাকচ করে দেয়া এবং অপরাধীদেরকে আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য তারা পুলিশ ও আদালতের উপর ক্রুদ্ধ। কিন্তু তারা যে কথা বলতে পারবেন এবং বিচারের দাবী জানাতে পারবেন সে কথা কোনদিনও ভাবেন নি।

সাধারণ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা এই যে, নারীরা পুরুষের সম্পত্তি এবং নারীদেরকে যেমন খুশি তেমনভাবে ব্যবহার করা যাবে। এ বিক্ষোভ সমাবেশে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এ ধারণার নিন্দা জানান। বিক্ষোভে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নারী নির্যাতন ও সহিংসতার জন্য নারীদেরকে দোষ দেয়া যাবে না। দিল্লীতে পুরুষদের একটি গ্রুপ নারীদের পোশাক পরে বিক্ষোভে সামিল হয়ে নারীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে।

সারা পৃথিবীর মানুষ বিক্ষোভকারীদের মেসেজ শুনেছেন। ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে তারা অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবী জানিয়েছেন। জেন্ডার ভিত্তিক অপরাধের জন্য জোরালো আইন ও তার প্রয়োগ এবং নারীদের জন্য নিরাপদ সরকারী যানবাহনের ব্যবস্থা করারও দাবী জানান তারা।

স্থানীয়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক মনোযোগ একটা ইতিবাচক পরিবর্তনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কতিপয় রাজ্য সরকার ধর্ষণ আইন শক্তিশালী করেছে এবং নতুন ধরনের সেবাদানেরও অঙ্গীকার করেছে। আইন পরিবর্তনে সুপারিশের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে তাদের প্রায় সবগুলো সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নারী গ্রুপগুলো আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সরকার একটি অধ্যাদেশ জারি করে। যার ফলে এই প্রতিবেদন অকার্যকর হয়ে যায়। সব ধরনের সহিংসতার নিন্দা জানানোর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নারী গ্রুপগুলোর মধ্যে

হতাশার কালো ছায়া দৃশ্যমান হয়। অধ্যাদেশ জারির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবাদী মুখগুলোকে স্তব্ধ করে দেয়া। কিন্তু তা হয়নি। বরং নতুন করে প্রতিবাদ হয়েছে, মিছিল হয়েছে।

ভারতের লোকেরা জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে কথা বলেই যাচ্ছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে এখন ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের আরো খবর আসছে। সংগঠিত গ্রুপগুলো ধর্ষণরোধী আইন শক্তিশালী করা ও এগুলোর প্রয়োগ বাড়ানোর জন্য সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রেখেছে। এসব কার্যক্রম জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে নীরবতার সংস্কৃতিকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এর পরিবর্তে এমন সংস্কৃতির উদ্ভব হচ্ছে যা পরিবর্তনকামী সহস্র কণ্ঠকে সোচ্চার করছে।

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে সেইসব স্থানে বিষয়টা অত্যন্ত কঠিন, যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে নারীরা নীরবে নির্যাতন সহ্য করে এসেছে। তবে যেখানে ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার নিন্দা জানাতে হাজার হাজার লোক রাস্তায় নেমে আসে, টিভি, ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনের এই জমানায় তা একটি বৈশ্বিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। সংবাদ প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ কিংবা একপেশে হতে পারে, কিন্তু তা হলেও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা কীভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরসন করা যায়, এগুলো সে ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে পারে। বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কেরও সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।